দাদা ভগবান প্ররুপিত

অন্তঃকরণের স্বরূপ

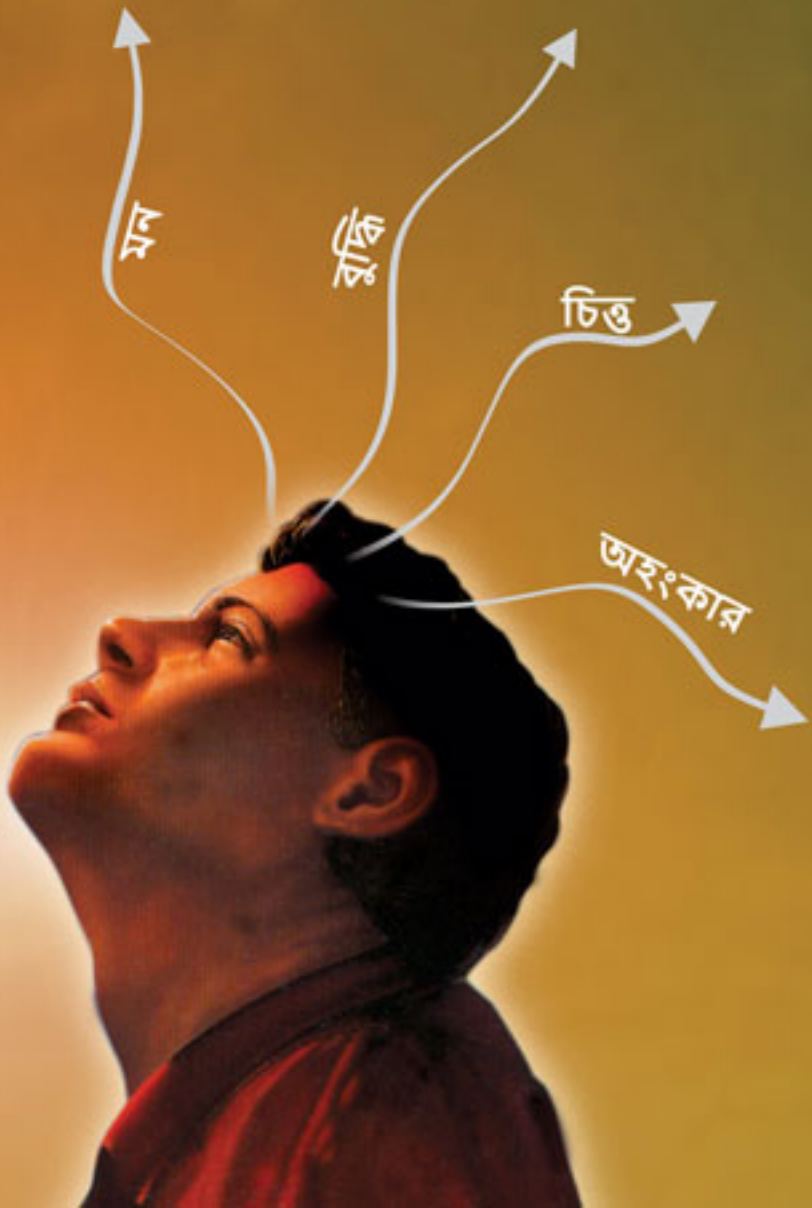

Bengali

দাদা ভগবান প্ররুপিত

অন্তঃকরণের স্বরূপ

মূল হিন্দি সংকলন : ডাঃ নীরুবেন অমীন

বাংলা অনুবাদ : মহাত্মাগণ

Publisher : Shri Ajit C. Patel
Dada Bhagawan Vignan Foundation
1, Varun Apartment , 37, Shrimali Society,
Opp. Navrangpura Police Station,
Navrangpura, Ahmedabad: 380009.
Gujarat , India.
Tel.:` +91 79 3500 2100

© Dada Bhagwan Foundation,
5, Mamta Park Society, B\h. Navgujrat College,
Usmanpura, Ahmedabad - 380014, Gujarat, India.
Email : info@dadabhagwan.org
Tel. : +91 79 3500 2100

All Rights Reserved. No part of this publication may be shared, copied, translated or reproduced in any form (including electronic storage or audio recording) without written permission from the holder of the copyright. This publication is licensed for your personal use only.

প্রথম সংস্করণ ৫০০ কপি, জুন, ২০২১

ভাব মূল্য : 'পরম বিনয়' আর
'আমি কিছুই জানি না' এই ভাব !

দ্রব্য মূল্য : ২০ টাকা

মুদ্রক : অম্বা মাল্টীপ্রিন্ট
বি-৯৯, ইলেক্ট্রনিক্স্ জি.আই.ডি.সি.
ক-৬ রোড, সেক্টর-২৫
গান্ধীনগর -৩৮২০৪৪
Gujarat, India.

ফোন : +৯১ ৭৯ ৩৫০০ ২১৪২

ত্রিমন্ত্র

নমো অরিহন্তাণম্

নমো সিদ্ধাণম্

নমো আয়রিয়াণম্

নমো উবজ্ঝায়াণম্

নমো লোয়ে সব্বসাহূণম্

এ্যাসো পঞ্চ নমুক্কারো ;

সব্ব পাবপ্পনাশণো

মঙ্গলাণম্ চ সব্বেসিম্ ;

পঢ়মম্ হবই মঙ্গলম্ ॥ ১ ॥

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ॥ ২ ॥

ওঁ নমঃ শিবায় ॥ ৩ ॥

জয় সচ্চিদানন্দ

দাদা ভগবান কে ?

১৯৫৮ সালের জুন মাসের এক সন্ধ্যায় আনুমানিক ৬ টার সময়, ভিড়ে ভর্তি সুরত শহরের রেলস্টেশনের প্লেটফর্ম নম্বর ৩ এর এক বেঞ্চে বসা শ্রী অম্বালাল মূলজীভাই প্যাটেলরূপী দেহ মন্দিরে প্রাকৃতিকভাবে, অক্রমরূপে, অনেক জন্ম ধরে ব্যক্ত হবার জন্য আতুর 'দাদা ভগবান' পূর্ণ রূপে প্রকট হলেন। আর প্রকৃতি সৃজন করলেন অধ্যাত্মের এক অদ্‌ভুত আশ্চর্য্য ! এক ঘন্টাতে ওনার বিশ্বদর্শন হল ! 'আমি কে ? ভগবান কে ? জগত কে চালায় ? কর্ম কি ? মুক্তি কি ?' ইত্যাদি জগতের সমস্ত আধ্যাত্মিক প্রশ্নের সম্পূর্ণ রহস্য প্রকট হয়। এইভাবে প্রকৃতি বিশ্বের সন্মুখে এক অদ্বিতীয় পূর্ণ দর্শন প্রস্তুত করলেন আর তার মাধ্যম হলেন শ্রী অম্বালাল মূলজীভাই প্যাটেল, গুজরাটের চরোতর ক্ষেত্রের ভাদরণ গ্রামের পাটিদার, যিনি কন্ট্রাকটরী ব্যবসা করেও সম্পূর্ণ বীতরাগী পুরুষ !

ওনার যা প্রাপ্ত হয়েছিল, সেভাবে কেবল দুই ঘন্টাতেই অন্য মুমুক্ষু জনকেও আত্মজ্ঞান প্রাপ্তি করাতেন, ওনার অদ্‌ভুত সিদ্ধজ্ঞান প্রয়োগ দ্বারা। একে অক্রমমার্গ বলা হয়। অক্রম অর্থাৎ বিনা ক্রমের, ক্রম অর্থাৎ সিঁড়ির পর সিঁড়ি, ক্রমানুসারে উপরে ওঠা। অক্রম অর্থাৎ লিফ্ট মার্গ, শর্ট কাট্ !

উনি স্বয়ংই সবাইকে 'দাদা ভগবান কে ?' এই রহস্য জানিয়ে বলতেন "যাকে আপনারা দেখছেন সে দাদা ভগবান নয়, সে তো 'এ. এম. প্যাটেল'। আমি জ্ঞানী পুরুষ আর ভিতরে যিনি প্রকট হয়েছেন তিনিই 'দাদা ভগবান'। দাদা ভগবান তো চৌদ্দ লোকের নাথ। উনি আপনার মধ্যেও আছেন, সবার মধ্যে আছেন। আপনার মধ্যে অব্যক্ত রূপে আছেন আর 'এখানে' আমার ভিতরে সম্পূর্ণ রূপে ব্যক্ত হয়ে গেছেন। দাদা ভগবানকে আমিও নমস্কার করি।"

'ব্যবসাতে ধর্ম থাকা প্রয়োজন, কিন্তু ধর্মতে ব্যবসা নয়', এই সিদ্ধান্ত অনুসারেই তিনি সম্পূর্ণ জীবন অতিবাহিত করেন। জীবনে কখনও উনি কারো কাছ থেকে কোন অর্থ নেন নি উপরন্তু নিজের উপার্জনের অর্থ থেকে ভক্তদেরকে তীর্থযাত্রায় নিয়ে যেতেন।

আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির প্রত্যক্ষ লিংক

"আমি তো কিছু লোককে নিজের হাতে সিদ্ধি প্রদান করে যাব। তার পরে অনুগামীর প্রয়োজন আছে না নেই ? পরের লোকেদের রাস্তার প্রয়োজন আছে কি না ?"

- দাদাশ্রী

পরমপূজ্য দাদাশ্রী গ্রামে-গ্রামে দেশ-বিদেশে পরিভ্রমণ করে মুমুক্ষুজনেদের সৎসঙ্গ আর আত্মজ্ঞান প্রাপ্তি করাতেন। দাদাশ্রী তাঁর জীবদ্দশাতেই পূজ্য ডাঃ নীরুবহেন অমীন (নীরুমা)-কে আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত করানোর জ্ঞানসিদ্ধি প্রদান করেছিলেন। দাদাশ্রীর দেহবিলয়ের পর নীরুমা একই ভাবে মুমুক্ষুজনেদের সৎসঙ্গ আর আত্মজ্ঞান প্রাপ্তি নিমিত্তভাবে করাতেন। দাদাশ্রী পূজ্য দীপকভাই দেসাইকে সৎসঙ্গ করার সিদ্ধি প্রদান করেছিলেন। নীরুমার উপস্থিতিতেই তাঁর আশীর্বাদে পূজ্য দীপকভাই দেশ-বিদেশে অনেক জায়গায় গিয়ে মুমুক্ষুদের আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত করাতেন যা নীরুমার দেহবিলয়ের পর আজও চলছে। এই আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির পর হাজার হাজার মুমুক্ষু সংসারে থেকে, সমস্ত দায়িত্ব পালন করেও আত্মরমণতার অনুভব করে থাকেন।

পুস্তকে মুদ্রিত বাণী মোক্ষলাভার্থীর পথপ্রদর্শক হিসাবে অত্যন্ত উপযোগী সিদ্ধ হবে, কিন্তু মোক্ষলাভ-এর জন্য আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া অপরিহার্য্য। অক্রম মার্গের দ্বারা আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির পথ আজও উন্মুক্ত আছে। যেমন প্রজ্বলিত প্রদীপই শুধু পারে অন্য প্রদীপকে প্রজ্বলিত করতে, তেমনই প্রত্যক্ষ আত্মজ্ঞানীর কাছে আত্মজ্ঞান লাভ করলে তবেই নিজের আত্মা জাগৃত হতে পারে।

নিবেদন

জ্ঞানী পুরুষ পরমপূজ্য দাদা ভগবানের শ্রীমুখ থেকে অধ্যাত্ম তথা ব্যবহার জ্ঞানের সম্বন্ধীয় যে বাণী নির্গত হয়েছিল, তা রেকর্ড করে সংকলন তথা সম্পাদনা করে পুস্তক রূপে প্রকাশিত করা হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ের উপরে নির্গত সরস্বতীর অদ্‌ভুত সংকলন এই পুস্তকে হয়েছে, যা নব পাঠকদের জন্য বরদান রূপে সিদ্ধ হবে।

প্রস্তুত অনুবাদে এ বিশেষ ধ্যান রাখা হয়েছে যে পাঠকদের দাদাজীরই বাণী শুনছেন, এমন অনুভব হয়, যার জন্য হয়তো কোন জায়গায় অনুবাদের বাক্য রচনা বাংলা ব্যাকরণ অনুসারে ত্রুটিপূর্ণ মনে হতে পারে, কিন্তু সেই স্থলে অন্তর্নিহিত ভাবকে উপলব্ধি করে পড়লে অধিক লাভ-দায়ক হবে।

প্রস্তুত পুস্তকে অনেক জায়গায় কোষ্টকে দেওয়া শব্দ বা বাক্য পরম পূজ্য দাদাশ্রী দ্বারা বলা বাক্যকে অধিক স্পষ্টতাপূর্বক বোঝানোর জন্য লেখা হয়েছে। যখন কি অনেক জায়গায় ইংরেজি শব্দকে বাংলা শব্দের জায়গায় রাখা হয়েছে। দাদাশ্রীর শ্রীমুখ থেকে নির্গত কিছু গুজরাটি শব্দ যেমন তেমনই *ইটালিক্সে* রাখা হয়েছ, কারণ এই সব শব্দের জন্য বাংলায় এমন কোন শব্দ নেই, যে এর পূর্ণ অর্থ দিতে পারে। তবুও এইসব শব্দের সমানার্থী শব্দ অর্থ রূপে কোষ্ঠকে দেওয়া হয়েছে।

জ্ঞানীর বাণীকে বাংলা ভাষায় যথার্থ রূপে অনুবাদিত করার প্রযত্ন করা হয়েছে কিন্তু দাদাশ্রীর আত্মজ্ঞানের সঠিক আশয়, যেমনকার তেমন, আপনাদের গুজরাটি ভাষাতেই অবগত হতে পারে। যিনি জ্ঞানের গভীরে যেতে চান, জ্ঞানের সঠিক মর্ম অনুধাবন করতে চান, সে এর জন্য গুজরাটি ভাষা শিখে নেবেন, এটাই আমাদের বিনম্র অনুরোধ।

অনুবাদ সম্পর্কিত অসম্পূর্ণতার জন্য আপনাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থী।

*****

সম্পাদকীয়

শুধু জ্ঞানীপুরুষই নিজের অন্তঃকরণ থেকে একেবারে আলাদা থাকেন। আত্মাতে থেকেই তার যথার্থ বর্ণন করতে পারেন। জ্ঞানীপুরুষ পরম পূজ্য দাদা ভগবান (দাদাশ্রী) অন্তঃকরণের অত্যন্ত সুন্দর স্পষ্ট বর্ণন করেছেন।

অন্তঃকরণের চার অঙ্গ হয়। মন-বুদ্ধি-চিত্ত-অহংকার। প্রত্যেকের কার্য আলাদা-আলাদা। এক সময়ে তার থেকে একটাই ক্রিয়াশীল হয়।

মাইন্ড কি? মন গ্রন্থি দ্বারা নির্মিত। আগের জন্মে অজ্ঞানতাতে যার সাথে রাগ দ্বেষ করেছে, তার পরমাণু আকর্ষিত হয় আর সেসব সংগ্রহ হয়ে গ্রন্থি হয়ে যায়। সেই গ্রন্থি এই জন্মে ফাটে আর তাকে বিচার বলা হয়। বিচার ডিস্‌চার্জ মন। বিচার আসে সেই সময় অহংকার ওতে তন্ময়াকার হয়ে যায়। যদি সে তন্ময়াকার না হয় তো ডিসচার্জ হয়ে মন খালি হয়ে যায়। যার বেশী বিচার তার মনোগ্রন্থী বড় হয়।

অন্তঃকরণের দ্বিতীয় অঙ্গ, চিত্ত! চিত্তের স্বভাব ঘুরে বেড়ানো। মন কখনো ঘুরে-বেড়ায় না। চিত্ত সুখ খোঁজার জন্য ঘুরে-বেড়াতে থাকে। কিন্তু এই সমস্ত ভৌতিক সুখ বিনাশী হওয়ার জন্য তার খোঁজের অন্তই আসে না। সেইজন্য সে ঘুরে বেড়াতেই থাকে। যখন আত্মসুখ মেলে তবেই তার ঘুরে-বেড়ানোর অন্ত আসে। চিত্ত জ্ঞান-দর্শন দ্বারা নির্মিত। অশুদ্ধ জ্ঞান+দর্শন অর্থাৎ অশুদ্ধ চিত্ত, সংসারী চিত্ত আর শুদ্ধজ্ঞান+দর্শন অর্থাৎ শুদ্ধ চিত্ত, অর্থাৎ শুদ্ধ আত্মা।

বুদ্ধি, আত্মার ইন্ডিরেক্ট লাইট আর প্রজ্ঞা ডিরেক্ট লাইট। বুদ্ধি সর্বদা লাভ-লোকসান দেখায় আর প্রজ্ঞা সর্বদা মোক্ষের-ই রাস্তা দেখায়। ইন্দ্রিয়ের উপরে মন, মনের উপরে বুদ্ধি, বুদ্ধির উপরে অহংকার আর এই সবের উপরে আত্মা। বুদ্ধি, সে মন আর চিত্ত দুইয়ের মধ্যে একের শুনে নির্ণয় করে

আর অহংকার অন্ধ হওয়াতে বুদ্ধির অনুসারে, তাতে নিজের হস্তাক্ষর করে দেয়। তার হস্তাক্ষর হলেই সে কার্য বাহ্যকরণে হয়। অহংকার কর্তা-ভোক্তা হয়, সে স্বয়ং কিছু করে না, সে শুধু মানে যে আমি করেছি। আর সে সেই সময় কর্তা হয়ে যায়। ফের তাকে ভোক্তা হতেই হয়। সংযোগ কর্তা, আমি না, এই জ্ঞান হলেই অকর্তা হয়, এতে ওর কর্ম চার্জ হয় না। অন্তঃকরণের সমস্ত ক্রিয়া মেকানিকেল (যান্ত্রিক)। এতে আত্মাকে কিছু করতে হয় না। আত্মা তো শুধু জ্ঞাতা-দ্রষ্টা আর পরমানন্দী।

-ডা. নীরুবেহন অমীন।

অন্তঃকরণের স্বরূপ

জ্ঞানীপুরুষ, বিশ্বের অজ্ঞাভেটরী

'জ্ঞানীপুরুষ' কে তো ওয়ার্ল্ডের অজ্ঞাভেটরী (জগতের মানমন্দির) বলা হয়। ব্রহ্মান্ডে যা কিছু চলছে, 'জ্ঞানীপুরুষ' সেই সব জানে। বেদের উপরের কথা 'জ্ঞানীপুরুষ' বলতে পারেন।

আপনি যে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করুন, আমার খারাপ লাগবে না। সম্পূর্ণ ওয়ার্ল্ডের সাইন্টিস্ট যা চাইবে সেই সব জ্ঞান দেব, যে মাইন্ড (মন) কি, কিভাবে তার জন্ম হয়, কিভাবে তার মৃত্যু হতে পারে। সব, মাইন্ডের, বুদ্ধির, চিত্তের, ইগোইজমের (অহংকার), প্রত্যেক জিনিসের সম্পূর্ণ সাইন্স জগতকে আমি দেবার জন্য এসেছি। মাইন্ড কি জিনিস, বুদ্ধি কি জিনিস, চিত্ত কি জিনিস, ইগোইজম কি জিনিস, সব কিছু জানতে হবে।

প্রশ্নকর্তা : যার মন আছে, তাকেই মনুষ্য বলে ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, ঠিক। কিন্তু এই জানোয়ারের ও মন হয়, কিন্তু ওদের মন লিমিটেড হয় আর মনুষ্যের মন আন্‌লিমিটেড। নিজেই ভগবান হয়ে যাবে, এমন মন আছে তার কাছে।

মনোগ্রন্থি থেকে মুক্তি কিভাবে ?

প্রশ্নকর্তা : এই মন আছে, সেখানেই বড় কষ্ট।

দাদাশ্রী : না, মন তো অনেক ফায়দা করার। সে মোক্ষেও নিয়ে যায়।

প্রশ্নকর্তা : মন কি জিনিস ?

দাদাশ্রী : ও শুধু গ্রন্থি। মন তো অনেক গ্রন্থি দিয়ে বানানো।

এই সামার সীজনে (গ্রীষ্ম কালে) আপনি ক্ষেতে যান, ক্ষেতে মেড় হয় তো সেখানে আপনি বলবেন যে আমাদের ক্ষেতে চারা নেই, একেবারে পরিস্কার। তো আমি বলবো, জুন মাসের পনেরো তারিখ যেতে দাও, ফের আপনি বর্ষাতে জেনে যাবেন। ফের বৃষ্টি হয়ে যাওয়ার পরে আপনি বলবেন যে, এত এত চারা বের হয়েছে। তো আমি বলবো যে 'যে চারা বের হয়েছে, তার গ্রন্থি আছে।' ভিতরে যে গ্রন্থি আছে, তাকে জলের সংযোগ মিলে যায় তো ও সব অঙ্কুরিত হয়ে যায়। এমন মানুষের ভিতরে মন আছে, সেটা গ্রন্থিস্বরূপ। বিষয়ের গ্রন্থি আছে, লোভের গ্রন্থি আছে, মাংসাহারের গ্রন্থি আছে, সব জিনিসের গ্রন্থি আছে। কিন্তু তার সময় আসে নি, সংযোগ মেলেনি, সে পর্যন্ত সেই গ্রন্থি ফাটবে না। তার সময় হয়ে যায়, সংযোগ মিলে যায় তো গ্রন্থি থেকে বিচার (ভাবনা/ধারণা/চিন্তা) এসে যাবে। মেয়েদের দেখে তার বিচার আসে, দেখে নি সে পর্যন্ত কোন সমস্যা নেই।

আপনার যে বিচার আসবে, ও অন্যদের আসবে না, কারণ প্রত্যেক মন্যুষ্যের গ্রন্থি আলাদা আলাদা হয়। অনেক মানুষের মাংসাহারের গ্রন্থি-ই হয় না, তো তার বিচার ও আসে না।

তিন জন কলেজের ছেলে আছে, ওতে এক জন জৈন, একজন মুসলিম আর একজন বৈষ্ণব। এরা তিন জন সমবয়সী। তিন জনের মধ্যে বন্ধুত্ব আছে। যে জৈনের ছেলে, তার মাংসাহার করার বিচার একেবারেই আসে না। সে কি বলে, 'এ আমার পছন্দ নয়, আমি তো ও সব দেখতেও চাই না।' দ্বিতীয়, বৈষ্ণবের ছেলে, সে কি বলে যে, আমার কখনো-কখনো মাংসাহার খাওয়ার বিচার আসে, কিন্তু আমি কখনো খাই নি।' তৃতীয়, মুস্লিমের ছেলে বলে, 'আমার তো মাংসাহারের অনেক বিচার আসে। আমার তো নন-ভেজিটেরিয়ান খুব পছন্দ, আমার রোজ হোটেলে গিয়ে এই খাবার চাই।'

এর কি কারণ হয় ? মুস্লিমের মাংসাহারের বেশী বিচার আসে, বৈষ্ণবের কম বিচার আসে আর জৈনের একেবারেই আসে না। যে জৈন, তার ভিতরে মাংসাহারের গ্রন্থি-ই নেই। বৈষ্ণবের এত ছোট গ্রন্থি আর মুস্লিমের এত বড় গ্রন্থি। যে গ্রন্থি থাকে, সেই বিচার আসবে, অন্য বিচার

আসবে না। বিচার তো অনেক প্রকারের হয়, কিন্তু আপনার ভিতরে যত গ্রন্থি আছে, সেইটুকুই বিচার আসবে।

গ্রন্থি কি ভাবে পরে ? এখন এই জন্মে মাংসাহার খাবে না, কিন্তু আপনি কোন মুসলিম ছেলের সঙ্গতে এসে যান আর সে আপনাকে বলে 'মাংসাহার করতে মজা আসে', তো এতে আপনার অভিপ্রায় হয়ে যায় যে 'এটা ঠিক, সত্যি কথা।' ফের আপনি ও মনে ভাবনা করবেন যে 'মাংসাহার করতে কোন অসুবিধা নেই।' তো তার গ্রন্থি হয়ে যায় আর এই গ্রন্থি ফের মাইন্ডে চলে যায়। ফের পরের জন্মে আপনি মাংসাহার করবেন। আপনি বুঝতে পারছেন তো ? সেইজন্য কখনো এমন ফ্রেন্ডসার্কেল করবে না। যে ফ্রেন্ড ভেজিটেরিয়ান, তাকে সাথে রাখবে। কারণ গ্রন্থি আপনি বানিয়েছেন। মন কে ভগবান বানান নি। মনকে আপনি-ই বানিয়েছেন।

মন আছে, ও ডিস্চার্জ (নির্গমন) হয়ে যাচ্ছে। যে চার্জ হয়ে গিয়েছিল, সেটাই ডিসচার্জ হয়। এই ডিস্চার্জ তো যেমন ই হয়ে যায়। কিন্তু যে প্রকারে ভাব থেকে চার্জ হয়েছে, সেই ধরনের ভাবে ডিসচার্জ হয়ে যাচ্ছে। অন্য কিছু নেই।

'জ্ঞানীপুরুষ' হয়, তাঁকে নির্গ্রন্থ বলা হয়। নির্গ্রন্থের অর্থ কি ? যে আমার মাইন্ড এক সেকেন্ড ও দাঁড়িয়ে থাকে না। আপনার মাইন্ড কেমন ? সিকি-সিকি ঘন্টা, আধা-আধা ঘন্টা পর্যন্ত ওখানেই ঘুরতে থাকে। যেমন মাছি গুড়ের পিছনে ঘোরে, এমন আপনার মাইন্ড ঘোরে, কারণ আপনি গ্রন্থিওয়ালা। এই মাইন্ড, ও আমার নয়। ও মাইন্ড কেমন ? যেমন ফ্লিম চলে, এমন। তাকে ফিল্মের মত আমি দেখি যে কেমন ফিল্ম চলছে।

এক ব্রাহ্মণ আমার এখানে দর্শন করতে আসতো। সে লোভী লোক ছিল। ওর বয়েস ও বেশী হয়ে গিয়েছিল। ওকে আমি বলে দিই যে তুমি রোজ রিক্সায় আসবে আর রিক্সায় যাবে। কেন কষ্ট করে আস ? পয়সা দিয়ে পরে কি করবে ? ছেলে ও উপার্জন করছে। সে বলতে থাকে যে, 'কি করবো, আমার স্বভাব এমন লোভী হয়ে গেছে। সবাই খাবার খেতে বসে আর আমি সবাইকে নাড়ু পরিবেশন করতে যাই তো সবাইকে আধা-আধা দিতাম, আমার ঘরের নাড়ু নয়, তবুও নাড়ু ভেঙ্গে আধা-আধা করে দিই,

আমার স্বভাবই এমন ।' তো আমি ওকে বলি যে 'এই লোভের জন্য তো তোমার অনেক দুঃখ হবে । ও লোভের গ্রন্থি হয়ে গেছে ।' তাকে ভাঙ্গার উপায় বলি যে 'পনেরো-বিশ টাকার খুচরো পয়সা নিয়ে নেবে আর এখানে রিক্সায় আসবে । ফের রাস্তায় আসার সময় একটা-একটা পয়সা রাস্তায় ফেলতে-ফেলতে আসবে ।' তো সে এক দিন এমন করে । ওর খুব আনন্দ হয় । এমন আনন্দের রাস্তা আমি বলে দিই । এই পয়সা ফেলে দিয়েছে তো কি ও সমুদ্রে চলে গেছে ? না, রাস্তা থেকে সব লোকে নিয়ে যাবে । এখানে রাস্তায় পয়সা থাকেই না । তোমার এতে কি ফায়দা হয় যে আমাদের যে মাইন্ড আছে, সেই মাইন্ডের ধারণায় এসে যাবে যে এখন আমার কিছু চলবে না । ফের লোভের গ্রন্থি ভেঙ্গে যাবে । এভাবে পয়সা পনেরো-বিশ দিন ফেল তো আনন্দ এত বাড়বে আর মন ফের হাত ই দেবে না । মন বুঝে যাবে যে এ তো আমার কিছুই মানে না । মন খোলা হয়ে যায় ।

কত অবতার থেকে আপনার মাইন্ড আছে ?

প্রশ্নকর্তা : সে জানি না । এই মাইন্ড কি ভাবে জন্ম হয় ?

দাদাশ্রী : সম্পূর্ণ জগত মাইন্ড থেকে ভয় পায় । এই মাইন্ড কি, তাকে বুঝতে হবে । মাইন্ড অন্য কোন জিনিস নয়, ও আগের জন্মের ওপিনিয়ন (অভিপ্রায়) । আগের একই জন্মের ওপিনিয়ন । আজকের আপনার ওপিনিয়ন, সে আজকের জ্ঞান থেকে হয় । আপনি যে জ্ঞান শুনেছেন, যে জ্ঞান পড়েছেন, এর থেকে আজকের ওপিনিয়ন হয় । পূর্ব জন্মে যে জ্ঞান ছিল, তার থেকে যে ওপিনিয়ন ছিল, সেই সব ওপিনিয়ন আজকের এই মাইন্ড বলে । এর থেকে দুইয়ের ঝগড়া হতে থাকে । এই ভাবে মাইন্ড থেকে সম্পূর্ণ জগত পরবশ হয়ে গেছে আর দুঃখী-দুঃখী হয়ে গেছে ।

এক জন লোকের সাথে তার স্ত্রী রোজ ঝগড়া করে যে তোমার সব ফ্রেন্ডসার্কেলেররা বড় বাংলা (কুঠী) বানিয়ে নিয়েছে । আপনি এত বড় অফিসার হয়ে কিছু করেন নি । আপনি কেন ঘুস নেন না ? আপনি ও ঘুস নেওয়া উচিৎ । এভাবে রোজ বলতে থাকে, ফের তার ও এমন মনে হয় যে 'ঘুস তো নেওয়া উচিৎ ।' তখন সে অফিসে নিশ্চয় করে যায়, কিন্তু ঘুস নেওয়ার সময় সে নিতে পারে না । কারণ পূর্বের ওপিনিয়ন আছে, যে ওকে নিতে দেয় না । আজ এমন ওপিনিয়ন হয়ে গেছে যে 'ঘুস নেওয়া উচিৎ, ঘুস

নেওয়া ভাল ।' তো ফের সামনের জন্মে সে ঘুস নেবে । কোন লোক ঘুস নেয়, কিন্তু এর জন্য ওর অনেক দুঃখ হয় যে 'ঘুস নিতে হয় না, এ ভাল না, কিন্তু এমন কেন হয়ে যায় ?' তো সে সামনের জন্মে ঘুস নেবে না । যে ঘুস নেয়, সে এডভান্স হয় আর এ ঘুস নেয় না, কিন্তু সে অধোগতিতে যাবে ।

মাইন্ডের ফাদার-মাদার কে ?

প্রশ্নকর্তা : অভিপ্রায়ই সবার মূল কি ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ । অভিপ্রায় থেকেই জগত দাঁড়িয়ে গেছে । অভিপ্রায় থেকে, এই চোর হয়, এই দুষ্ট হয়, এই বদমাইশ হয়, এমন হয় । এই মাইন্ড ও অভিপ্রায় থেকে হয়েছে । মাইন্ডের ফাদার অভিপ্রায় । মাদার অন্য জিনিস, ও আমি পরে বলবো । মাইন্ডের ফাদার-মাদার-এর বিষয়ে কেউ বলেই নি ।

আমার কোন অভিপ্রায়ই নেই । কেউ আমার পকেট থেকে ২০০ টাকা নিয়ে যায়, সেটা আমি নিজে দেখি । তবুও পরের দিন সেই লোক এখানে আসে তো আমার এমন মনে হয় না যে 'এ চোর' । আমি পূর্বাগ্রহ রাখি না । ওকে 'চোর' বলি তো ভগবানের ওপরে আরোপ এসে যাবে, কারণ ভিতরে তো ভগবান বসে আছেন ।

প্রশ্নকর্তা : অভিপ্রায় কিভাবে পরে ?

দাদাশ্রী : অভিপ্রায় তো আপনার রং বিলীফ আছে যে, 'এ চোর', তো আপনি সত্য মেনে নেন আর অভিপ্রায় পরে যায় । কারো প্রতি অভিপ্রায় রাখবে না । এ দাতা, এ ভাল লোক, তার ও অভিপ্রায় রাখবে না ।

প্রশ্নকর্তা : মন কে কন্ট্রোল কিভাবে করা যায় ?

দাদাশ্রী : মন কে কন্ট্রোল করার দরকারই নেই । সব লোকেরা কি করে ? যাকে কন্ট্রোল করতে হয় না, তাকে কন্ট্রোল করতে থাকে আর যাকে কন্ট্রোল করতে হয় সেটা বোঝেই না । তাতে মন বেচারা কি করবে ?! একজন লেখক আমার কাছে এসেছিল । আমাকে বলে যে, 'আমার মনের অপারেশন করে দিন ।' আমি বলি, 'দাও, এখনই করে দিচ্ছি । কিন্তু আমার

উইটনেসের (সাক্ষী) সিগ্নেচার (হস্তাক্ষর) চাই ।' সে বলে যে, 'উইটনেস কিসের জন্য ?' আমি বলি যে, 'মনের অপারেশন করে দিলে, তারপর কোন অসুবিধা হয়ে যায় তো আমার ঘাড়ে পড়বেন', তো সে বলে যে 'আরে, এতে কি অসুবিধা ? মন চলে যাবে ফের কত আনন্দ, ফের কত মৌজ-মস্তি করবো ।' আমি বলি যে, 'না ভাই, আমি আপনাকে প্রথমেই বলে দিচ্ছি যে আমি মনের অপারেশন করে দিলে, ফের তো আপনি এব্‌সেন্ট মাইন্ডেড্ হয়ে যাবেন । তো আপনার চলবে ?' তখন বলে, 'না, আমি এবসেন্ট মাইন্ডেড হতে চাই না ।' সে ব্যাপারটা বুঝে যায় । আমি কি বলি যে 'মন কে মারার কোন দরকার নেই ।' মন কে কোন কষ্ট দেবে না । মনকে কোন নড়া-চড়া করবে না । মন কে তো কিসের জন্য নড়ানো দরকার যে যেখানে ব্যগ্রতা আছে, সেখানে একাগ্রতার জন্য প্রযত্ন করা উচিৎ । যার ব্যগ্রতা নেই, কোন মজদুরের ব্যগ্রতা হয় না, তার কখনো একাগ্রতা করার দরকার নেই ।

সৌল (আত্মা)-এর মৃত্যুই হয় না, রিলেটিভের নাশ হয় । মাইন্ড রীয়েল কি রিলেটিভ ? (মন আসল কি আপেক্ষিক ?)

প্রশ্নকর্তা : মাইন্ড উইথ বডী, ও রিলেটিভ আর মাইন্ড উইথ সৌল, ও রীয়েল ।

দাদাশ্রী : দুটোই ঠিক । মাইন্ড উইথ বডী (মন শরীরের সাথে)-কে আমি দ্রব্যমন বলেছি আর মাইন্ড উইথ সৌল (মন আত্মার সাথে)-কে আমি ভাব মন বলেছি । আমি মাইন্ড উইথ সৌল-কে অপারেশন করে বের করে দিই । যে সৌল-এর সাথে মাইন্ড আছে, তার ফাদার আর মাদারের নাম কি? ওপিনিয়ন ইজ দ্যা ফাদার এন্ড ল্যাঙ্গোয়েজ ইজ দ্যা মাদার অফ মাইন্ড । (অভিপ্রায় পিতা আর ভাষা মনের মাতা)

প্রশ্নকর্তা : দেন হু ইজ দ্যা ফাদার এন্ড মাদার অফ সৌল ? (তাহলে আত্মার মাতা-পিতা কে ?)

দাদাশ্রী : নো ফাদার, নো মাদার, নো বার্থ, নো ডেথ অফ সৌল । হোয়্যার দেয়ার ইজ ডেথ এন্ড বার্থ, দেন দেয়ার ইজ ফাদার এন্ড মাদার । (পিতা নেই, মাতা নেই, জন্ম নেই, আত্মার মৃত্যু নেই, যেখানে জন্ম আর

মৃত্যু আছে, তবেই সেখানে মাতা আর পিতা থাকে ।) মন কে বন্ধ করে দিতে চাও তো ওপিনিয়ন রাখবে না, তো মাইন্ড নাশ হয়ে যাবে।

প্রশ্নকর্তা : আপনি বলেন, সেই ভাবে মাইন্ড কে সমাপ্ত করে দিই তো আমাদের গাইড করার জন্য কে মার্গদর্শন দেবে ? মাইন্ড না থাকে, তো মার্গদর্শন কে দেবে ? গাইড করার জন্য মাইন্ড তো চাই না ?

দাদাশ্রী : মাইন্ড উইথ সৌল সমাপ্ত হয়ে যায়, তখন মাইন্ড উইথ বডী থাকে । তখন ডিসচার্জ-ই থাকে, নতুন চার্জ হয় না । এই বডীর সাথে যে মাইন্ড আছে, সে তো স্থুল । সে শুধু থিঙ্কিং (চিন্তা)-ই করে ।

আম খান আর টক হয় তো এক দিকে রেখে দিন । কিন্তু 'এ টক', এমন ওপিনিয়ন দেন তো মাইন্ডের জন্ম হয়ে যায় । আম ভাল হয় তো খেয়ে নিন, কিন্তু ওপিনিয়ন দেওয়ার কি দরকার ? হোটেলওয়ালা আপনাকে চা দিয়েছে, চা ভাল না লাগে তো রেখে দিন । পয়সা দিয়ে চলে আসুন । কিন্তু ওপিনিয়ন দেওয়ার কি দরকার ?

প্রশ্নকর্তা : সংকল্প আর বিকল্প এ মনের স্বভাব ?

দাদাশ্রী : যেখান পর্যন্ত ভ্রান্তি আছে, সেখান পর্যন্ত নিজের স্বভাব । মন তো তার ধর্মেই আছে, নিরন্তর বিচার ই করে । কিন্তু ভ্রান্তিতে মনুষ্য বলে যে 'আমার এমন বিচার আসে ।' বিচার তো মনের আইটেম (জিনিস), মনের স্বতন্ত্র ধর্ম আছে । কিন্তু আমরা অন্যের ধর্ম নিয়ে নিই । এতে সঙ্কল্প-বিকল্প হয়ে যায় । আমি নির্বিকল্পই থাকি । মনে কোন বিচার আসে তো তাতে আমি তন্ময়াকার হই না । সমস্ত ওয়ার্ল্ডে মনে ভাল বিচার আসে তো তন্ময়াকার হয়ে যায় আর খারাপ বিচার আসে তো কি বলে ? আমাদের খারাপ বিচার আসে আর তখন সেই খারাপ বিচার থেকে আলাদা থাকি ।

প্রশ্নকর্তা : আমি মাইন্ডের বিষয়ে যা বুঝি ও এটাই যে মাইন্ড-এর অন্য ও অনেক বিভাগ আছে, যেমন ইমাজিনেশন, কল্পনা, স্বপ্ন, সংকল্প-বিকল্প ।

দাদাশ্রী : না, ওসব মাইন্ডের বিভাগ নয় । মাইন্ড তো কি যে যখন বিচার দশা হয় তখন সেই মাইন্ড হয় । অন্য কোন দশাতেই মাইন্ড হয় না ।

প্রশ্নকর্তা : মাইন্ডে সংকল্প-বিকল্প আসে, ও কি ?

দাদাশ্রী : ও সংকল্প-বিকল্প নয়, ও মাইন্ড-ই হয়। মাইন্ড, সে বিচার করে।

আমাদের লোকেরা কি বলে যে কুসঙ্গের বদলে সৎসঙ্গে এসে যাও। তো সৎসঙ্গে এসে গেলে কি হয় যে অভিপ্রায় বদলে যায়। এমনি বদলে যায়, তো তার লাইফ ভাল হয়ে যায়। কিন্তু যার সৎসঙ্গ মেলে না তো সে কি করবে ? তো আমি ওদের অন্য কথা বলি যে 'ভাই, অভিপ্রায় বদলে দাও, কুসঙ্গে বসেও অভিপ্রায় বদলে দাও।'

যখন ই বিচার করে, সেই সময় মাইন্ড থাকে। অন্য সময় মাইন্ড থাকে না। যখন জিলিপি খাওয়ার বিচার আসে তো ফের সেই বিচার অহংকারের পছন্দ হয় যে, 'হ্যাঁ, খুব ভাল বিচার, জিলিপি আনাও।' এতে মাইন্ড কিছু করে না। এটা অহংকার, সে যোনিতে বীজ ফেলে। কি করে ?

প্রশ্নকর্তা : সংকল্পের বীজ ফেলে।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, আর বিকল্প কি করে ? কেউ জিজ্ঞাসা করে যে এই দোকান তোমার ? তো কি বলবে যে 'হ্যাঁ, আমি এর মালিক।' তো ও বিকল্প। বুঝেছ তো ? তো এ যখন যোনিতে বীজ ফেলে, তখন সংকল্প-বিকল্প বলা হয়। মাইন্ডে সংকল্প-বিকল্প থাকে না।

প্রশ্নকর্তা : তো বিচার আর অভিপ্রায় এক ই বস্তু ?

দাদাশ্রী : না, আলাদা। অভিপ্রায় কঁজেজ আর বিচার পরিণাম।

কেউ বলে যে 'এ কেমন কালো লোক ?' তো সে বলবে যে 'আমি তো ফর্সা।' তো এ বিকল্প। এই সব হান্ড্রেড পারসেন্ট করেক্ট কথা।

প্রশ্নকর্তা : মাইন্ডে সংকল্প- বিকল্প থাকে না ?

দাদাশ্রী : মাইন্ডে সংকল্প-বিকল্প থাকে না। মাইন্ড ন্যুট্রাল, কমপ্লিট ন্যুট্রাল। (মন নিরপেক্ষ, সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ।)

প্রশ্নকর্তা : তাহলে অহংকার ই সংকল্প-বিকল্প করে ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, হ্যাঁ, অহংকার ই সংকল্প- বিকল্প করে।

হোয়াট ইজ মাইন্ড ? (মন কি ?) এন্ড হু ইজ দ্যা ফাদার এন্ড মাদার অফ মাইন্ড ? (আর মনের মাতা আর পিতা কে ?) সব লোকেরা মনকে বশ করার কথা বলে কিন্তু মন বশ হয় ই না। আরে, ওই বেচারাকে কেন বশ করতে যাও ? তুমি তোমার জাত কে বশ কর ! আমি কি বলি যে কন্ট্রোল দাইসেলফ ! মন কে বশ করতে চাও, তো মন কার ছেলে, তার খোঁজ করেছ? সব লোকেরা বলে যে মন, ভগবান দিয়েছেন। কিন্তু ভগবান এমন মন কেন দিয়েছেন ? আরে, ভগবানকে কেন গাল দিচ্ছ? ভগবান মাইন্ড কোথা থেকে এনেছেন ? ভগবানের মাইন্ড হত তো ভগবানকেও মাইন্ড বিব্রত করত। কিন্তু মাইন্ড বিব্রত করে না। মাইন্ড কে কেন কন্ট্রোল কর ? কন্ট্রোল দাইসেলফ ! মাইন্ডের ফাদার কে ? ওপিনিয়ন ইজ দ্যা ফাদার এন্ড মাইন্ডের মাদার কে ? ল্যাঙ্গোয়েজ (ভাষা) ইজ দ্যা মাদার ! ক্রিশ্চিয়ান মনের জন্য ক্রিশ্চিয়ান মাদার আর ইন্ডিয়ান মাইন্ডের জন্য ইন্ডিয়ান মাদার চাই। মাদার্স আর সেপারেট ! (মায়েরা আলাদা হয় !) ওপিনিয়ন ইজ দ্যা ফাদার কমন টু আঁল ! (অভিপ্রায় পিতা সবার জন্য !) ক্রিশ্চিয়ান ল্যাঙ্গোয়েজ এন্ড ওপিনিয়ন, ও ক্রিশ্চিয়ান মাইন্ড।

প্রশ্নকর্তা : আপনি গ্রেজ্যুয়েট হয়েছেন ? আপনার তো অনেক হাই ল্যাঙ্গোয়েজ আছে।

দাদাশ্রী : না ভাই, আমি তো মেট্রিক ফেল।

মাইন্ডের সল্যুশন এই ওয়ার্ল্ডে কেউ দেন নি, তো আমি সল্যুশন দিয়েছি। মাইন্ড কেমন হয় ? হু ইজ দ্যা ফাদার এন্ড মাদার অফ মাইন্ড ? মাইন্ডের কোথায় জন্ম হয়েছে ? ফাদার, মাদার কে বুঝে নাও তো মাইন্ড চলে যায়। দুটোর থেকে একটা মরে যায় তো মাইন্ড কি করে থাকবে ?

একটা বই লেখা যাবে এত কথা, এক কথায় বলি তো যে ওপিনিয়ন ইজ দ্যা ফাদার এন্ড ল্যাঙ্গোয়েজ ইজ দ্যা মাদার অফ মাইন্ড ! মহারাষ্ট্রিয়ান ল্যাঙ্গোয়েজ হয় তো মহারাষ্ট্রিয়ান মাইন্ড। ইংলিশ ল্যাঙ্গোয়েজ হয় তো ইংলিশ মাইন্ড। আপনি কিছু বুঝতে পারছেন ?

আমার কারো জন্য ওপিনিয়ন-ই নেই। আমি দুটো জিনিস দেখি, যে রীয়েল সে স্বয়ং ভগবান আর রিলেটিভ, তাকে আমি নির্দোষ দেখি। ফের ওপিনিয়ন কি করে থাকবে ? ওপিনিয়নওয়ালাদের দোষীই দেখাবে। সত্যি কথা কি যে জগত নির্দোষ ই হয়। চোখে দেখা যায় ও সব সত্যি কথা নয়। এই সব ভ্রান্তি। বাস্তবে এই ওয়ার্ল্ডে কেউ দোষী হয় ই না। কিন্তু আপনি দোষী দেখেন, সে আপনার নিজের ই লোকসান করে। আমাকে কেউ গাল দেয় তো আমাকে ও দোষী দেখায় না।

প্রশ্নকর্তা : এমন দৃষ্টি খুলে যায়, তো ফের জগতে কোন বন্ধন থাকেই না।

দাদাশ্রী : আরে, তাহলে তো মাইন্ড ও থাকে না।

ল্যাঙ্গোয়েজ সব সময় ওপিনিয়নের সাথে থাকে। যখন ওপিনিয়ন বলবে, তখন ল্যাঙ্গোয়েজ বলতেই হয়। ওপিনিয়ন বন্ধ হয়ে যায় তো মাইন্ড সমাপ্ত হয়ে যায়, এমন আপনার উপলব্ধিতে আসে ?

এক জৈন ছেলে, তাকে আপনি জিজ্ঞাসা করেন যে, 'তোর মাংসাহারের বিচার আসে ?' তো সে বলবে, 'কখনো আসেই না।' আর কোন মুসলমান কে জিজ্ঞাসা কর তো সে বলবে, 'আমার প্রত্যেক দিন খাবারে ওটাই থাকে।' ওই জৈন আগের জন্মে মাংসাহারের ওপিনিয়ন রাখে নি, সেইজন্য ওর মাইন্ড হয় নি। মুসলমান মাংসাহারের ওপিনিয়ন রেখেছে তো তার মাইন্ড হয়ে গেছে। এই জন্মে সেই ওপিনিয়ন বের করে দেয় তো সামনের জন্মে মাইন্ড পরিস্কার হয়ে যাবে।

তোমার ওপিনিয়ন আছে যে একে মারাই উচিৎ, তো মাইন্ড সামনের জন্মে কি বলবে ? 'মার শালাকে,' এমন বলবে। যে ওপিনিয়ন ছিল, তার ছেলে আর মেয়ে হয়ে গেছে, ওরা সব বলবে মার, মার। ফের আপনি বলবেন যে আমার মাইন্ড আমার বশে কেন থাকে না। আরে, কি করে বশে হবে ? নিজের আধারেই তো মাইন্ড হয়ে গেছে। আমার কথা আপনি বুঝতে পেরেছেন ?

প্রশ্নকর্তা : এখন যে অভিপ্রায় দিয়েছি, তার পরিণাম সামনের জন্মে আসবে, কিন্তু প্রথমে যে অভিপ্রায় দিয়েছি তার কি হবে ?

দাদাশ্রী : তার ই ফল স্বরূপে এই মাইন্ড। এই মাইন্ড আছে এর থেকে আপনি হিসাব (টেলী) পেয়ে যাবেন যে পূর্ব জন্মে কি অভিপ্রায় দিয়েছিলেন। বিচার আসে তো লিখে নেবে যে এমন অভিপ্রায় দিয়েছি। তখন সেই সব অভিপ্রায় কে ছিঁড়ে ফেল তো এই মাইন্ড সমাপ্ত হয়ে যাবে। আমার মাইন্ড সমাপ্ত হয়ে গেছে।

প্রশ্নকর্তা : তাহলে মন কোথায় বিলীন হবে ? কারণ মন হবে তো জগত হবে।

দাদাশ্রী : মন এমনি ই ডিজল্ভ হয়ে যায়, যদি তাকে আবার না বানাও তো। মাইন্ড তো নিরন্তর ডিসচার্জ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আপনি আবার চার্জ ও করেন। তো আমি কি করি ? চার্জ বন্ধ করে দিই। ফের ডিসচার্জ হতে দাও। এখন তো আপনার মাইন্ড চার্জ ও হয় আর ডিসচার্জ ও হয়।

প্রশ্নকর্তা : তো জন্ম-মরণের চক্কর বন্ধ কি ভাবে হবে ?

দাদাশ্রী : মাইন্ড পুরা ডিসচার্জ হয়ে গেছে আর নতুন চার্জ কর নি তো চক্কর বন্ধ হয়ে যাবে ।

চিত্তের স্বরূপ

মাইন্ড একটু বুঝতে পেরেছেন তো ? এখন এই চিত্ত কি ? হাও ইট ইজ কম্পোজ ? (এটা কিভাবে তৈরী হয়েছে ?)

প্রশ্নকর্তা : এ মনের বিভাগ। এক কথাতে ঠিক মত বিচার করে, চিন্তন করে, ওটাই চিত্ত।

দাদাশ্রী : না, না.... চিত্ত আর মাইন্ডের কোন সম্পর্ক নেই। আপনার কথা ঐ দিকের। কিন্তু চিত্ত কি জিনিসের কম্পোজিশন (সংযোজন) ? জ্ঞান-দর্শন, সেসব চিত্তের কম্পোজিশন। জ্ঞান আর দর্শন দুটোই আলাদা।

সেই দুটো মিক্সার হয়ে যায়, তখন তাকে চিত্ত বলা হয় । হোয়াট ইজ দ্যা ডিফারেন্স বিটুইন জ্ঞান এন্ড দর্শন ? (জ্ঞান আর দর্শনে কি পার্থক্য ?) আপনি চোখ দ্বারা হওয়া দর্শন কে দর্শন মানেন ? ও দর্শন নয়। দর্শন কাকে বলা হয় ? যে আপনি অন্ধকারে বাগানে বসে আছেন, একেবারে অন্ধকার আর সৎসঙ্গের কথা বলছেন । অন্ধকারে সৎসঙ্গের কথা বলতে কোন অসুবিধা হয় ? কিন্তু পাশ থেকে কোন আওয়াজ আসে তো এই ভাই বলে যে, 'কিছু আছে ।' আপনি ও বলেন যে 'কিছু আছে ।' আমি ও বলি যে 'কিছু আছে ।' 'কিছু আছে' এমন যে জ্ঞান হয়েছে যে, তাকে 'দর্শন' বলা হয় । সবাই তখন বিচার করবে যে 'কি আছে ?' যে দিক থেকে আওয়াজ এসেছিল সবাই ওদিকে যায়, তো ওখানে গাই ছিল । আমি বলবো যে 'এটা তো গাই ।' আপনি ও বলবেন যে 'এটা গাই ।' তো একে 'জ্ঞান' বলা হয় । আনডিসাইডেড (অনিশ্চিত)জ্ঞান কে 'দর্শন' বলা হয় আর ডিসাইডেড (নিশ্চিত) জ্ঞান কে 'জ্ঞান' বলা হয় । আপনি বুঝতে পারছেন ? জ্ঞান-দর্শন দুটোই একসাথে হয়ে যায়, তো চিত্ত হয়ে যায় । জ্ঞান-দর্শন অশুদ্ধ হয়, সে পর্যন্ত চিত্ত, আর জ্ঞান-দর্শন দুটোই শুদ্ধ হয়, সে আত্মা । চিত্ত অশুদ্ধ দেখে, 'স্বয়ং' কে দেখে না । 'এ আমার শাশুড়ি, এ আমার শ্বশুর, এ আমার ভাই', এমন অশুদ্ধ দেখে, ও অশুদ্ধ চিত্ত । চিত্তের শুদ্ধি হয়ে গেলে, ফের আত্মজ্ঞান হয়ে যায় ।

প্রশ্নকর্তা : তো প্রজ্ঞা কাকে বলা হয় ?

দাদাশ্রী : চিত্ত কমপ্লীট শুদ্ধ হয়ে যায় তো আত্মা হয়ে যায় । যখন আত্মা প্রাপ্ত হয়ে যায়, তখন প্রজ্ঞা শুরু হয়ে যায়, অটোমেটিকেলী ! এক অজ্ঞা হয় আর দ্বিতীয় প্রজ্ঞা । অজ্ঞা আছে, তখন পর্যন্ত সে সংসার থেকে বের হতে দেবে না । সংসারের এই জিনিস বলে, ও জিনিস বলে, কিন্তু সংসার থেকে বাইরে যেতে দেবে না । বুদ্ধি আছে, সে পর্যন্ত অজ্ঞা আছে । বুদ্ধি দ্বারা সব কিছু বুঝতে পারে, কিন্তু সে প্যিয়োর দেখায় না । বুদ্ধি ইন্ডিরেক্ট প্রকাশ আর জ্ঞান ডিরেক্ট প্রকাশ । জ্ঞান পেয়ে গেছে তো প্রজ্ঞা হয়ে যায় আর প্রজ্ঞা ও মোক্ষ অনুগামী । যদি আমরা না বলি তবুও যে কোন ভাবে মোক্ষেই নিয়ে যাবে ।

এখানে বসে-বসে তোমার চিত্ত ঘরে চলে যায়, মন ঘরে যায় না। সব লোকেরা বলে, আমার মন ঘরে চলে যায়, এদিকে চলে যায়। ও ঠিক কথা নয়। মন তো এই বডী থেকে কখনো বের হয় ই না। ও চিত্ত বাইরে চলে যায়। কোন ছেলে পড়ছে, কিন্তু তাকে লোকে কি বলে যে তোমার চিত্ত এখানে পড়াতে নেই, তোমার চিত্ত ক্রিকেটে আছে। মন এমন দেখতে পারে না। মন তো অন্ধ। সিনেমা দেখে আসে, তবুও চিত্ত তাকে দেখতে পারে। এ চিত্ত ই বাইরে ঘুরে-ঘুরে বেড়ায় আর খোঁজে যে কিসেতে সুখ আছে। সবাই কে দুটো জিনিস বিব্রত করে, মাইন্ড আর চিত্ত।

মাইন্ড এই বডী থেকে বাইরে বের হতেই পারে না। মাইন্ড এই বডী থেকে বাইরে বের হয় তো সব লোকেরা আবার ঢুকতেই দেবে না। কিন্তু সে বাইরে বের হয়ই না। মন তো বিচারের ভুমিকায় থাকে। সে, বিচার ছাড়া অন্য কোন কাজ করে না। শুধু বিচার ই করে। সব জায়গায় ঘুরে-বেড়ায়, বাইরে ঘোরে, সে চিত্ত। চিত্ত এখান থেকে ঘরে গিয়ে টেবিল, চেয়ার, আলমারী সব দেখে। ঘরে, ছেলে, মেয়ে, স্ত্রী কে ও দেখে, ও চিত্ত। বাজারে ভাল কিছু দেখে তো কিনে নেওয়ার বিচার করে, তো ওখানে ও চিত্ত চলে যায়। সব দেখতে পারে, ও চিত্ত ই। কিন্তু এখন অশুদ্ধ চিত্ত আছে। ও শুদ্ধ হয়ে যায় তো সব কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যায়, সচ্চিদানন্দ হয়ে যায়।

সচ্চিদানন্দ তো সব কথার এক্সট্রেক্ট (সার)। যে আত্মা, সে সচ্চিদানন্দ। ভগবান, সে ই সচ্চিদানন্দ। সচ্চিদানন্দে সত্ আছে। জগতে কোন মানুষ পাঁচ ইন্দ্রিয় দ্বারা দেখে, সে সত্ নয়। সত্ কাকে বলা হয়, যে পারমানেন্ট। অল থিংস রিলেটিভ আর টেম্পোরেরী এড্জাস্টমেন্ট। (সব আপেক্ষিক জিনিস অস্থায়ী সমন্বয়।) যে টেম্পোরেরী, তাকে সত্ বলা যায় না। পারমানেন্ট কে ই সত্ বলা হয়। চিত্ত অর্থাৎ জ্ঞান-দর্শন। সত্-চিত্ত অর্থাৎ সঠিক জ্ঞান আর সঠিক দর্শন। রাইট জ্ঞান আর রাইট বিলীফ! যে টেম্পোরেরী কে দেখে, ও অশুদ্ধ জ্ঞান-দর্শন, অর্থাৎ অশুদ্ধ চিত্ত। এ তো চিত্তের অশুদ্ধি হয়ে গেছে। চিত্তের শুদ্ধি হয়ে যায় তো কাজ হয়ে যায়। চিত্তের শুদ্ধি হয়ে যায় তো তাকে সত্-চিত্ত বলা হয়। সত্-চিত্ত থেকে আনন্দ পাওয়া যায়।

প্রশ্নকর্তা : তো আনন্দের পরিভাষা কি হবে ?

দাদাশ্রী : ওয়ার্ল্ডের যে সত্য আছে, সে সত্ নয়। ব্যবহারে চলে, ও সত্য, ও লৌকিক সত্য। বাস্তবিকতা অলৌকিক জিনিস। লৌকিকে বাস্তবিকতা নেই। বাস্তবিকতা, সে সত্, ও সত্য নয়। সত্ কাকে বলা হয়, যে জিনিস নিরন্তর হয়, নিত্য হয়, তাকে সত্ বলা হয়। অনিত্য কে সত্য বলা হয়। এই ওয়ার্ল্ডের সত্য, অসত্য সাপেক্ষ হয়। আপনার যা সত্য মনে হয়, অন্যের সে অসত্য মনে হবে আর যা সত্, সে কখনো বদলায় না। সত্ অর্থাৎ পারমানেন্ট ! চিত্ত অর্থাৎ জ্ঞান-দর্শন। জ্ঞান-দর্শন এক করে, তো চিত্ত বলা হয়। পারমানেন্ট জ্ঞান-দর্শন হয়ে যায় তো তার ফল কি ? আনন্দ ! পারমানেন্ট জ্ঞান-দর্শন কে কি বলে ? কেবল ! এবসোল্যুট ! (পরম/পূর্ণ)

বুদ্ধির সাইন্স

দাদাশ্রী : আপনার বুদ্ধি আছে ?

প্রশ্নকর্তা : একদম একটু।

দাদাশ্রী : বুদ্ধি বেশী নেই তো আপনি কাজ কিভাবে করেন ? বিনা বুদ্ধিতে তো কোন কাজ ই করা যায় না। বুদ্ধি, এই সংসার চালানোর জন্য প্রকাশ। সংসারে এ ডিসিসন (নির্ণয়) নেবার জন্য আছে। বুদ্ধি আছে তো ডিসিসন নিতে পারবেন। আপনি কিভাবে ডিসিসন নেন ?

প্রশ্নকর্তা : যতটুকু কম বুদ্ধি দিয়ে কাজ হয়, সে দিয়েই চালিয়ে নিই।

দাদাশ্রী : আপনার ওখানে বেশী বুদ্ধির কেউ আছে ?

প্রশ্নকর্তা : জগতে অনেক হতে পারে। ওরা কে, সে আমি জানি না।

দাদাশ্রী : যার একটুও বুদ্ধি নেই, এমন কোন মানুষ দেখেছেন ?

প্রশ্নকর্তা : একেবারে বুদ্ধি নেই এমন তো কাউকে দেখি নি। কারণ

যত প্রাণী আছে, তাদের ও ওদের শ্রেনী অনুসারে একটু হলেও তো বুদ্ধি থাকেই।

দাদাশ্রী : আমার ও বুদ্ধি একেবারে নেই। আমি অবুধ।

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ, এ সত্যি কথা, এমন হতে পারে যখন অবুধের লিমিট পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তো সেই মানুষ স্বয়ং বুদ্ধ হয়ে যায়।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, স্বয়ংবুদ্ধ হয়ে যায়। অবুধ হয়ে যায় ফের জ্ঞান প্রকাশ হয়ে যায়। যে পর্যন্ত বুদ্ধি আছে সে পর্যন্ত এক পারসেন্ট ও জ্ঞান হয় ই না। জ্ঞান আছে সেখানে বুদ্ধি নেই। আমার যখন জ্ঞান হয়ে যায়, ফের বুদ্ধি একেবারে সমাপ্ত হয়ে যায়।

তোমার অনেক বুদ্ধি আছে। তোমার ওয়াইফের হাত থেকে পয়সা রাস্তায় পড়ে যায়, তুমি পিছনে যাচ্ছ আর পয়সা পড়তে দ্যাখ তো তুমি ইমোশনেল হয়ে যাবে। এই বুদ্ধি ইমোশনেল করে। যতক্ষণ ইগোইজম আছে, সে পর্যন্ত বুদ্ধি আছে। আমার বুদ্ধি নেই, এমন শুধু বললেই চলে ?

প্রশ্নকর্তা : বেশী বুদ্ধি নেই, একটু বুদ্ধি আছে।

দাদাশ্রী : কম বুদ্ধি, সেখানেই বেশী বুদ্ধি হয়। এই কালে সম্যক বুদ্ধি কম হয় আর বিপরীত বুদ্ধি বেশী। সমস্ত জগতের ছোট বাচ্চাদের ও বুদ্ধি আছে। কারো পয়সা রাস্তায় পড়ে যায় তো নিয়ে নেয়, ও কি বুদ্ধি নয়? সে সব বিপরীত বুদ্ধি। সম্যক বুদ্ধি তো আমার কাছে বসলে হতে পারে।

এক জন আমাকে জিজ্ঞাসা করতো যে, 'জগতে অন্যের কাছে জ্ঞান নেই ? আপনার কাছেই আছে ? তো আমি বলি যে, 'না, যাদের ই জ্ঞান আছে, ও সাব্জেক্ট জ্ঞান, ও বুদ্ধির জ্ঞান। বুদ্ধির কনেকশনের ওয়ার্ল্ড-এর সব সব্জেক্ট জানে কিন্তু ও অহংকারী জ্ঞান, সেইজন্য তার বুদ্ধি তে সমাবেশ হয়। কিন্তু নিরহংকারী জ্ঞান, সেটাই জ্ঞান।' 'আমি কে ?' এইটুকুই যে জানে, সে 'জ্ঞানী'। জপ, তপ, ত্যাগ সব সাব্জেক্ট, বিষয়। বিষয়ী কখনো নির্বিষয়ী আত্মা প্রাপ্ত করতে পারে না।

প্রশ্নকর্তা : যে সিদ্ধি প্রাপ্ত করে, সে ও কি বিষয় ?

দাদাশ্রী : সেই সব বিষয় আর সে সব সাব্জেক্ট জ্ঞান আর বিষয়ের আরাধনা করলে মোক্ষ পাওয়া যায় না। আপনার কাছে বুদ্ধি আছে, জগতের কাছে বুদ্ধি আছে, কিন্তু আমি অবুধ। বুদ্ধি, মনুষ্যকে কি করে ? ইমোশনেল (আবেগপ্রবণ) করে। এই ট্রেন মোশনে (গতি) চলে, ও যদি ইমোশনেল হয়ে যায় তো কি হয়ে যাবে?

প্রশ্নকর্তা : সব বিগড়ে যাবে।

দাদাশ্রী : এমনি মনুষ্য ইমোশনেল হয়, তখন শরীরের ভিতরে যত জীব আছে, ও সব মরে যায়। তার দোষ লাগে। সেইজন্য আমি তো মোশনেই থাকি। আমি ইমোশনেল কখনো হই না। আপনার মোশন (আবেগ)-এ থাকার ইচ্ছা আছে না ইমোশনেল ?

প্রশ্নকর্তা : মোশনে থাকার ইচ্ছা আছে।

দাদাশ্রী : মনুষ্যের বুদ্ধি কি বলে ? লাভ আর লোকসান, দুটোই বলে। বুদ্ধি অন্য কোন জিনিস বলে না। গাড়ির ভিতরে ঢুকেই, 'কোথায় ভাল জায়গা আছে আর কোথায় নেই।' বুদ্ধির ধান্দাই লাভ-লোকসান দেখানোর। আমার একটুও বুদ্ধি নেই, তো আমার লাভ-লোকসান কোন জায়গায় মনেই হয় না। এ ভাল, এ খারাপ , এমন মনেই হয় না। বড়-বড় কুঠীর লোকেরা আসে, ওরা আমাকে জিজ্ঞাসা করে যে 'আপনার দৃষ্টিতে আমার কুঠী কেমন লেগেছে ? তো আমি বলি, 'আমার তোমার কুঠী কখনো ভাল লাগে নি। যে কুঠী এখানেই ছাড়তে হবে, তার ভাল খারাপ কি দেখবো? এই কুঠী থেকেই নিজের অর্থী বের হবে।'

বুদ্ধি পর-প্রকাশক আর আত্মা স্ব-পর প্রকাশক। বুদ্ধি আর জ্ঞান দুটো আলাদা কথা। আপনার কাছে জ্ঞান আছে না বুদ্ধি ?

প্রশ্নকর্তা : বুদ্ধি তো আছে, জ্ঞানের জন্য ওখান পর্যন্ত পৌঁছাই নি।

দাদাশ্রী : বুদ্ধি আছে তো সেখানে জ্ঞান নেই।

প্রশ্নকর্তা : সেই জন্য জ্ঞানে পৌঁছানোর জন্য চেষ্টা করছি।

দাদাশ্রী : না, জ্ঞানে চেষ্টা করার আবশ্যকতা ই নেই। ও সহজ হয় , চেষ্টা করতে হয় না।

প্রশ্নকর্তা : জ্ঞানের কথা বুদ্ধি দ্বারা বুঝতে হয় না, এমন কেন ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, এই কথা বুদ্ধির উপরে। বুদ্ধি যার কাছে একেবারেই নেই, যে অবুধ, সেখান থেকে এই সব কথা পাওয়া যায়। ওর্ল্ডে কোন জায়গায় অবুধ মানুষ কখনো দেখেছিলেন ? সব বুদ্ধিওয়ালা দেখেছেন ? এই ওর্ল্ডে আমি একেলা অবুধ। আমার বুদ্ধি একটুকুও নেই, আমার কাছে জ্ঞান আছে। জ্ঞান আর বুদ্ধিতে কি ডিফারেন্স ? বুদ্ধি ইন্ডিরেক্ট প্রকাশ আর জ্ঞান ডিরেক্ট প্রকাশ। এ দুটো জিনিস, তো দুটো থেকে আমি একটা রেখে দিয়েছি, ডিরেক্ট প্রকাশ। ইন্ডিরেক্ট প্রকাশ আমি চাই না। যার কাছে ডিরেক্ট প্রকাশ নেই, তার ইন্ডিরেক্ট প্রকাশ চাই। তার জন্য সে ক্যান্ডেল (মোমবাতি) রাখে কিন্তু ডিরেক্ট প্রকাশ আসে তো ক্যান্ডেলের কি দরকার ? সমগ্র ওর্ল্ডের কাছে ক্যান্ডেল আছে, আমার কাছে ক্যান্ডেল নেই, আমার কাছে বুদ্ধি নেই।

যে ইন্ডিরেক্ট প্রকাশ ও কেমন প্রকাশ হয় ? এ আপনাকে বলে দিচ্ছি যে সূর্যনারায়ণ-এর লাইট এখানে আয়নাতে ডিরেক্ট আসে আর আয়নার প্রকাশ আমাদের রান্নাঘরে যায়। রান্নাঘরে যাচ্ছে, সেই প্রকাশকে ইন্ডিরেক্ট প্রকাশ বলা হয় । এমন সব মনুষ্যের 'বুদ্ধি' ইন্ডিরেক্ট প্রকাশ, আর সূর্যনারায়ণের ডিরেক্ট প্রকাশ যে এখানে আয়নাতে আসে, সেই ডিরেক্ট প্রকাশ কে "জ্ঞান' বলা হয়।

সূর্যনারায়ণের লাইট আয়নার মিডিয়ামের থ্রু যায়। সেখানে মিডিয়াম আয়নার। তেমন আত্মার লাইট ইগোইজমের মিডিয়ামের থ্রু বের হয়, সেটা বুদ্ধি। যেমন-যেমন ইগোইজম আছে, তেমনি বুদ্ধি হয়।

প্রশ্নকর্তা : আপনি নিজেকে 'আমি' বলেন, সেই 'আমি' কে অহংকার বলে কি না ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, সেই 'আমি'র অহংকার আছে, সেখানে বুদ্ধি আছে আর 'আমি'র অহংকার নেই সেখানে জ্ঞান আছে, প্রকাশ আছে। আমার মধ্যে বুদ্ধি নেই আর 'আমি'র অহংকার ও নেই। আমার মধ্যে কোন

প্রকারের অহংকার নেই। বড়, বড় মহাত্মাদের ও 'আমি, আমি, আমি'-ই থাকে ।

প্রশ্নকর্তা : তো ফের সে বড় কিভাবে হয়েছে ? যখন 'আমি, আমি, আমি', আছে তো ফের সে বড় হবে না না ?

দাদাশ্রী : ও তো তার ধারণায় এমন আছে যে 'আমি বড়। অহংকার মাঝে মিডিয়াম। যে ডিরেক্ট প্রকাশ হয়, তার মাঝে অহংকারের মিডিয়াম আছে, তো পিছনে বুদ্ধি পাওয়া যায় । আমার কাছে বুদ্ধি নেই, কারণ ইগোইজম সমাপ্ত হয়ে গেছে, তাহলে বুদ্ধি কোথা থেকে আনবো ? আমার মধ্যে একটু ও ইগোইজম থাকলে তো ফের আমার জ্ঞান হতই না, প্রকাশ হত না। যেখানে ইগোইজম আছে, সেখানে বুদ্ধি আছে আর ইগোইজম নেই, সেখানে আত্মার প্রকাশ আছে।

বুদ্ধির স্বভাব কি ? ও ইন্ডিরেক্ট প্রকাশ, আর বুদ্ধি প্রত্যেক লোকের এক রকম হয় না। কারো কাছে ৮০ ডিগ্রী, কারো কাছে ৮১ ডিগ্রী, কারো কাছে ৮২ ডিগ্রী, এমন ডিগ্রীর হয়। সম্পূর্ণ ১০০% বুদ্ধি কারো নেই। যখন ১০০% বুদ্ধি হয়, তখন তাঁকে 'বুদ্ধ ভগবান' বলা হয়। তাঁর বুদ্ধি ১০০% হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সে ডিরেক্ট প্রকাশে আসেন নি। তাঁর ইগোইজম কি ছিল ? দয়া, দয়া, দয়া... এ দুঃখী, এ দুঃখী, সব দুঃখীদের দেখে দয়া হত। তাঁর কি হয়েছিল ? ও তাঁর ইগোইজম ছিল আর সেইজন্য সে আগে জ্ঞানে যান নি। সেই ইগোইজম ভাল ইগোইজম ছিল, কিন্তু ইগোইজম দাঁড়িয়ে আছে, ততক্ষণ এগিয়ে কি করে যাবেন ? বাকী, বুদ্ধ তো ভগবান হয়ে যেতেন। যদি এক স্টেপ এগিয়ে যেতেন, তো পূর্ণ ভগবান হয়ে যেতেন। মহাবীর ভগবান হয়েছেন না, এমন পূর্ণ ভগবান হয়ে যেতেন।

আমার বুদ্ধি একেবারেই নেই। বুদ্ধি আছে সেখানে মোক্ষ কখনো নেই, আর কখনো পাবে ও না। চব্বিশ তীর্থঙ্করের বুদ্ধি একেবারে ছিল না।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু তাঁদের তো অনন্তজ্ঞান ছিল, এমন বলে না ?

দাদাশ্রী : ও অনন্তজ্ঞান তো একেবারে ঠিক, কিন্তু তাঁদের বুদ্ধি ছিল না। বুদ্ধি তো সবার থাকে। গরীব লোকের ও বুদ্ধি তো থাকে।

প্রশ্নকর্তা : তো বুদ্ধি আর জ্ঞানে কি পার্থক্য ?

দাদাশ্রী : অনেক পার্থক্য । যেমন অন্ধকার আর আলো, এতটা পার্থক্য । সংসারে যে ঘুরে-বেড়ায়, সে বুদ্ধিতেই ঘুরে-বেড়ায় । বুদ্ধি দ্বারা তো ভগবান পাওয়া যায় না আর বুদ্ধি মোক্ষে যেতেই দেয় না । বুদ্ধি মোক্ষে না যেতে দেবার জন্য প্রোটেকশন করে । লাভ-লোকসান, প্রফিট-লস, বুদ্ধি ই বলে । কি করে ?

প্রশ্নকর্তা : ব্যবহারে ঘোরায় ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, ব্যবহারের মধ্যেই ঘোরায় । ও বাইরে বেড় হতেই দেয় না, আর কখনো মোক্ষে যেতে দেবে না । বুদ্ধি সমাপ্ত হয়ে যাবে, তখন মোক্ষ হয়ে যাবে । আমি অবুধ । আমার বুদ্ধি নেই । ছোট বাচ্চার ও বুদ্ধি হয় । সব মনুষ্যের বুদ্ধি আছে । ওর্ল্ডে আমি একা বুদ্ধিওয়ালা মনুষ্য না । এই ওর্ল্ডে কোন মনুষ্য সব রকমের জ্ঞান জানে, সাইন্টিস্ট সব রকমের জ্ঞান জানে, কিন্তু ও বুদ্ধিতে চলে যায় । কারণ সেই জ্ঞান উইথ ইগোইজম হয় আর ইগোইজমের মিডিয়াম থেকে সেই জ্ঞান হয় । আত্মার জ্ঞান, প্রকাশ, সেই ডিরেক্ট জ্ঞান কে জ্ঞান বলা হয় । যেখানে ইগোইজম নেই, সেখানে ডিরেক্ট জ্ঞান হয় । সারা জগতের সমস্ত সাব্জেক্ট জানে, কিন্তু যে অহংকারী জ্ঞান, ওটা বুদ্ধি আর যে নিরহংকারী জ্ঞান, সেটা জ্ঞান ।

এই জগত কি ? ও সর্ট সেন্টেন্সে বলে দিচ্ছি । এক শুদ্ধাত্মা আর অন্যটা সংযোগ ।

সংযোগের অনেক বিভাজন হয় । স্থুল সংযোগ, সূক্ষ্ম সংযোগ আর বাণীর সংযোগ । তুমি একান্তে বসে আছ আর মন কিছু বলে, তো ও তোমার সূক্ষ্ম সংযোগ । কোন লোক তোমাকে ডাকতে আসে, ও স্থুল সংযোগ । তুমি কিছু বলে দিলে, ও বাণীর সংযোগ । যে সংযোগ হয়, ও বিয়োগী স্বভাবের । যে সংযোগ তোমাকে মেলে, তোমার ওকে বলতে হয় না যে তুমি চলে যাও বা তুমি বস । বস বলবে তবুও সে চলে যাবে । সংযোগের স্বভাব ই বিয়োগী হয় । শুদ্ধাত্মা কে কিছু করতে হয় না । তার সময় হয়ে যায় তো সে উঠে চলে যাবে । সংযোগ কে বুদ্ধি দুই ভাবে বলে দিয়েছে যে, 'এ আমার জন্য

ভাল আর এ আমার জন্য খারাপ ।' এই সব সংযোগ । কিন্তু বুদ্ধি ভাল-খারাপ নাম দিয়ে দিয়েছে । এতে 'জ্ঞানী' অবুধ থাকে । সংযোগ কে সংযোগ ই মেনে নেয় । সে সংযোগ কে দুই ভাগ করেন না । দ্বন্দ্ব করেন না যে 'ভাল আর খারাপ ।' যে অবুধ হয়ে গেছেন তাঁকে সংযোগ কোন লোকসান করে না আর বুদ্ধিওয়ালা হয়ে যায় যে 'এ ভাল, এ খারাপ', এমন করে তো ফের কষ্ট হয় ।

সম্পূর্ণ বুদ্ধি থাকে তবুও, এই জগত কে বানিয়েছেন এ বুঝতে পারে না। আজকের সাইন্টিস্টরা বুঝে গেছেন যে ক্রিয়েশনে খুদার দরকার নেই ।

'অহম্‌কার' এর সল্যুশন

ও বাগ (ছাঁড়পোকা) মারার ঔষধ হয়, সেটা খেয়ে ফেলে, ফের তাকে মারার জন্য ভগবানের দরকার হয় ?

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু ঔষধ খাওয়ার বুদ্ধি কে দেয় ?

দাদাশ্রী : ভিতরে যে বুদ্ধিওয়ালা আছে, সে দেয় ।

প্রশ্নকর্তা : সে আত্মা ?

দাদাশ্রী : না, আত্মা এতে হাত ই দেন না । আত্মা নির্লেপ হয়, অসংঙ্গ-ই হয় । এই সব ইগোইজমের ক্রিয়া ।

প্রশ্নকর্তা : তো এই ছাঁড়পোকা মারার ঔষধ এক জন খায় তো তার পূর্বের কোন সম্বন্ধ থাকে ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, পূর্বের ই সম্বন্ধ । ও নিজের ই কর্ম, অন্য কিছু নয় । ভগবান তো এতে হাত ই দেন না । কর্ম থেকে তার বুদ্ধি এমন হয়ে গেছে আর ছাঁড়পোকা মারার ঔষধ খেয়ে ফেলে । আত্মা তো অসঙ্গ-ই ।

লোকে বলে যে আত্মার ইচ্ছাতে হয়ে গেছে । কিন্তু আত্মার ইচ্ছা হয় ই না, আত্মার ইচ্ছা-ই নেই । আত্মার ইচ্ছা আছে তো সে ভিখারী হয় । আত্মার ইচ্ছা হয়ে গেছে তো সব শেষ হয়ে গেছে । এই সব ইগোইজমের,

মাঝে অহম্-ই আছে। যখন ইগোইজম চলে যাবে, তখন ফের সমস্ত পাঁজল (ধাঁধা) সল্ভ হয়ে যায়। পাঁজল সল্ভ করার আপনার ইচ্ছা আছে? কিন্ত পাঁজল থাকবে তবেই প্রোগ্রেস হবে। পাঁজল হতে হবে, প্রব্লেম তো থাকতে হবে। প্রোগ্রেস-এর জন্য প্রব্লেম থাকতে হবে। মাইন্ডের সীমা, বুদ্ধির সীমা, ইগোইজমের সীমা থাকতে হবে।

'আমি এমন বলে দিয়েছি', এভাবে সে স্পীচের মালিক হয়ে যায়। সব লোকেরা ভ্রান্তিতে বলে যে 'আমি এমন করেছি, এমন করেছি।' ও সব ভ্রান্তি, সত্যি কথা নয়। এতে ইগোইজম থাকে। ইগোইজম থেকেই জন্ম-জন্মান্তর হয়।

ও সব লাস্ট স্টেশনে যাওয়ার সময় হয়, তখন দুই-চার দিন বাকী থেকে যায় তো কি হয়? সে কি বলবে? 'আমি বলতে পারছি না' বলা বন্ধ হয়ে যায়। আর আপনি বলেন যে, 'আমি বলি'। আরে, কি বলে?

সম্পূর্ণ ওর্ল্ডে কোন মানুষ এমন জন্মায় নি যে যার পায়খানা যাওয়ার নিজের শক্তি আছে। ও যখন বন্ধ হয়ে যাবে, তখন জানবে যে আমার শক্তি ছিল না। সারা দিন কি বলে যে 'এ আমি বলেছি, আমি এমন বলি, আমি এমন বলে দিয়েছি।' তাহলে যাওয়ার সময় বলা জন কোথায় চলে গেছে? তো বলবে, 'নেই, সব বন্ধ হয়ে গেছে।'

এ তো অন্লী ইগোইজম করে যে, 'আমি এ করেছি, আমি ও করেছি।' আমার মধ্যে ইগোইজম একেবারে নেই। এই দেহের মালিক আমি কখনো হই নি। এই স্পীচের, এই মাইন্ডের ও মালিক হই নি আর আপনি তো সবের মালিক, 'এ আমার, এ আমার'। কোন মানুষ লাস্ট স্টেশন, কিছু সাথে নিয়ে যায় না। তোমার তো সাথে নিয়ে যাও না? কিন্তু নিয়ে যায় না। তার ইচ্ছা তো আছে সাথে নিয়ে যায়। কিন্তু কিভাবে নিয়ে যাবে? রেন্টেল রুম ও খালি করার ইচ্ছা নেই, কিন্তু কি করবে? মেরে-মেরে খালি করায়।

আপনি নিজেই ভগবান, কিন্তু আপনি জানেন না। আমি তো তাঁকে দেখি, কিন্তু আপনার ভগবানের অনুভব নেই। আপনি আত্মা এর আপনার

অনুভব নেই। সেল্ফ রিয়েলাইজেশন ও করেন নি আর যেটা আপনার শেল্ফ নয়, তাকেই মানেন যে 'আমি-ই শেল্ফ।'

প্রশ্নকর্তা : সব লোকেরা বলে যে 'অহম্'কে ভোল আর 'অহম্' কে ভোলানোর জন্য আমি তৈয়ার আছি, কিন্তু ও ভোলা যায় না তো কিভাবে ভোলা যাবে ?

দাদাশ্রী : কোন মানুষ ই 'অহম্' কে ভুলতে পারে না।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু এটা ছাড়া কিভাবে যায় ? এর জন্য কি করতে হবে?

দাদাশ্রী : যে 'জ্ঞানীপুরুষ' আছে, তাঁর সাইন্টিফিক্ বিজ্ঞান দ্বারা সব হয়। ওখানে জ্ঞান চলে না। এই সব জ্ঞান, ও রিলেটিভ জ্ঞান। ওতে করতে হয়। কিন্তু এ রীয়েল জ্ঞান, তাকে বিজ্ঞান বলা হয়। বিজ্ঞান আসে, ফের তোমাকে কিছু করতে হবে না, এমনি হয়ে যাবে।

প্রশ্নকর্তা : অনেক লোক বলে যে আমার জ্ঞান হয়েছে , ও সব কি ?

দাদাশ্রী : না, ও জ্ঞান নয়। যাকে জ্ঞান মানে, ও মেকানিকেল জ্ঞান। জ্ঞান তো অন্য ই জিনিস। জ্ঞানের তো বর্ণন ই হয় না। জ্ঞানের এক পারসেন্ট ও আজ কেউ দেখে নি। ও সব তো মেকানিকেল চেতনের কথা, ভৌতিকের কথা। আর ভৌতিকের সূক্ষ্ম বিভাগ আছে। যে ভৌতিকের বিভাগ, সেখানে 'আমি' আর 'ভগবান' আলাদাই থাকে। জগতের জন্য সেই জ্ঞান ঠিক। আসলে জ্ঞান কাকে বলা হয়, যে ফুল জ্ঞান হয়। যার আগে কিছু জানার দরকারই নেই, যাকে 'কেবল জ্ঞান' বলা হয়, যেখানে কোন ক্রিয়া ই নেই। জগতে যে জ্ঞান আছে, ও ক্রিয়াওয়ালা জ্ঞান।

এই দেহ তো ওয়ান লাইফের জন্য এমন ই চলে। এতে আত্মার কোন ক্রিয়া না হয় তো কোন অসুবিধা নেই। এতে আত্মার উপস্থিতি আবশ্যক। 'আমি' 'এর' সাথেই আছি, তো সব ক্রিয়া হয়ে যায়। সেই সব ক্রিয়া মেকানিকেল। ওর্ল্ড যাকে আত্মা মানে, ও মেকানিকেল আত্মা, আসল আত্মা নয়। আসল আত্মা 'জ্ঞানী' দেখেছেন আর 'জ্ঞানী' ওতেই থাকেন। আসল আত্মা তো সে 'স্বয়ং' ই। তাঁকে 'যে' চেনে, সে ই খুদা। আসল আত্মা অচল আর মেকানিকেল আত্মা চঞ্চল। সব লোকেরা মেকানিকেল আত্মার

খোঁজ করে। সেই মেকানিকেল আত্মা ও এখনো মেলে নি, তো অচলের কথা কোথা থেকে মিলবে ? ও তো 'জ্ঞানীপুরুষ'এর কাজ। কখনো কোন সময় 'জ্ঞানীপুরুষ হয়। হাজার-হাজার বছরে কোন একজন 'জ্ঞানীপুরুষ' হন। তখন তাঁর কাছ থেকে আত্মা খোলাখুলি ভাবে আমরা বুঝতে পারি।

প্রত্যেক পুস্তকে লেখা আছে, প্রত্যেক ধর্ম লিখেছে যে আত্মজ্ঞান জান, সেটাই শেষ কথা। হিন্দুস্থানে এখনো সন্ত মহাত্মা আছেন। ওনারা সব আত্মার অনুসন্ধান করেন। কিন্তু কোন মানুষ এমন নেই যার আত্মা প্রাপ্ত হয়েছে। আত্মা পাওয়া যেতে পারে এমন জিনিস নয়। যে 'পেয়েছি' বলে, সে ভ্রান্তিতে বলে। সে জানে না যে আত্মা কি জিনিস। আত্মা তো স্বয়ং পরমাত্মা। ও যদি পেয়ে যায় তো স্বয়ং পরমাত্মা হয়ে যায়। যতক্ষণ 'হে ভগবান ! এ কর, ও কর' বলে, সে পর্যন্ত 'আমি স্বয়ং ভগবান, আমি স্বয়ং পরমাত্মা' এমন বলার সাহস করতে পারে না। যে পর্যন্ত 'আমি-তুই, আমি-তুই' থাকে, সে পর্যন্ত তো সে কিছুই উপার্জন করে নি।

প্রশ্নকর্তা : তার জন্য কি করতে হবে ?

দাদাশ্রী : না, তার জন্য কিছু করতে হয় না। এমন কোন মানুষ নেই, যে কিছু করতে পারে। কারণ ইউ আর টপ্স, তুমি লট্টু। তোমার কোন শক্তি নেই। তোমাকে প্রকৃতি চালায়। কারণ 'তুমি কে' সে তোমার জানা নেই। তোমার সত্তা কি জিনিস ? তুমি কি করতে চাও ? যে প্রকৃতি কে জানে, প্রকৃতির আধারে চলে আর নিজেকেও জানে, নিজের আধারে চলে, দুটোই আলাদা। যে স্ব-পর প্রকাশক হয়ে গেছে, সে সব কিছু করতে পারে। সমস্ত ওর্ল্ডের লোককে আমি টপ্স বলি। যদি সত্য জানতে চাও, তো অল আর টপ্স ! প্রকৃতি নাচায়, এমন তুমি নাচ, ফের বল, 'আমি নাচি।' জ্ঞানীপুরুষের তো ভিতরে 'স্ব' আর 'পর' দুটো আলাদাই থাকে আর ওতে লাইন অফ ডিমার্কেশন থাকে। 'পর' প্রকৃতির বিভাগ, অনাত্ম বিভাগ আর 'স্ব' নিজের বিভাগ, আত্ম বিভাগ। তাঁর হোম ডিপার্টমেন্ট আর ফরেন ডিপার্টমেন্ট দুটো আলাদাই থাকে। আবশ্যক হয় তো ফরেনে আসেন, প্রকাশক রূপে। কিন্তু ক্রিয়া করেন না কখনো। আত্মা ক্রিয়া করতেই পারে না। সে, দর্শন ক্রিয়া আর জ্ঞানক্রিয়াই করেন। মাত্র এই দুই ক্রিয়াই করেন।

এই যে আমাদের দেখায়, এমন ক্রিয়া করার তাঁর শক্তি-ই নেই। এর এমন করার ইচ্ছা হলে তখন সে কল্পনা দ্বারা করতে পারেন। কোন অঙ্গের কোন দরকার নেই। কল্পনা করে তো অঙ্গওয়ালা হয়ে যায়। এই কল্পনা থেকেই জগত দাঁড়িয়ে গেছে। ফের তাঁর সব জিনিস এসে মেলে। পরে তাঁর এই সব পছন্দ হয় না, সেইজন্য সে মোক্ষের দাবি করে যে, 'হে ভগবান ! আমার এই সব চাই না। আমার মোক্ষ ই চাই।' যে ভগবান, তাঁর এক কল্পনাতে সম্পূর্ণ ওর্ল্ড দাঁড়িয়ে যায় ! এত কল্পনার শক্তি !! ভগবানে কল্পনার শক্তি আছে কিন্তু অন্য আমাদের মত শক্তি নেই, ইগোইজম নেই।

কিসের জন্য ইগোইজম করবে ? বড় লোকের ইগোইজম করার কি দরকার ? ছোট লোকেরাই ইগোইজম করে। যে বড় তাঁর থেকে কেউ বড় নেই, তাঁর ইগোইজমের দরকার কি ? আমি নিজেই জানি যে আমার থেকে ব্রহ্মান্ডে কেউ বড় নেই, তো আমার ইগোইজম করার কি দরকার ? আমি তো বালকের মত থাকি। আমাকে কেউ গাল দিলে আমি আর্শীবাদ দিই। আমি জানি এই বেচারার বোধ নেই আর দৃষ্টি নেই। তাকে আমি নির্দোষ দেখি। ওর্ল্ডে আমার কেউ দোষী দেখায় না। আমার সবাইকে আত্মা দেখায় আর প্রকৃতি দেখি। প্রথমে পুরুষ হয়ে যাও, ফের পুরুষ দ্যাখ। ফের কেউ দোষী দেখাবে ই না। ভগবান মহাবীর কেবলজ্ঞানে ছিলেন, ওনার সবাইকে এক সমান নির্দোষ লাগত। ওনার দৃষ্টিতে চোর চুরি করে, সেটাও করেক্ট আর দানী দান দেয়, সে ও করেক্ট।

অহংকারের জাজমেন্ট

দাদাশ্রী : তোমার মধ্যে কোন ভুল আছে কি নেই ?

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ, আছে না।

দাদাশ্রী : কত ? দুই-চার হবে ?

প্রশ্নকর্তা : বিচার করি তো আমার কোথায়-কোথায় ভুল হয়েছে, তো অনেক ভুল বেড় হবে, কারণ আত্মার 'জাজ্‌মেন্ট' ভুল হবে না।

দাদাশ্রী : এ আত্মার 'জাজ্‌মেন্ট' নয়। এ অহংকারের 'জাজ্‌মেন্ট'। কিন্তু সে ও সুন্দর 'জাজ্‌মেন্ট' করে। অহংকার ও শুদ্ধ জিনিস। তাকে যত শুদ্ধ রাখতে চাও, তত রাখতে পারবে। কিন্তু অহংকারের মূল গুণ যায় না। অহংকারের যে ইন্টারেস্ট-এর বস্তু আছে, তাকে সে চেপে দেয়। সে ফের ওখানে ন্যায় করে না। অহংকারের নিজের যেখানে ইন্টারেস্ট হয়, সেই সব বস্তুর ভুল দেখে না। সেখানে তো সব ভুল চেপে দেয়।

প্রশ্নকর্তা : অহংকার ছাড়ার রাস্তা কি ?

দাদাশ্রী : আমিই ছাড়িয়ে দিই। আপনি কি ছাড়বেন ? আপনি তো নিজেই অহংকারে বাঁধা আছেন।

এই অহংকারের কতটা লেংথ (দীর্ঘ) আছে, কতটা হাইট (উচ্চতা) আছে আর কতটা ব্রেথ (চওড়া) আছে, ও আপনি জানেন ? এই অহংকার সমস্ত জগতে ওয়াইড স্প্রেড (বিস্তৃত রূপে ছড়িয়ে থাকা) হয় ! অহংকারের লেংথ, ব্রেথ, হাইট সব বড় হয়, তো অহংকার কিভাবে বের করবেন ? যেমন ভগবানের বিরাট স্বরূপ, তেমন ই অহংকারের স্বরূপ। আপনি অহংকার বের করতে চান ? তো আমি বের করে দেব। আমার কাছে এসে যাবেন।

অহংকার চলে যাবে তো ফের অহংকারের ছেলেরা আছে না, ক্রোধ-মান-মায়া-লোভ, এরা সব নিজে বিছানা বেঁধে চলে যাবে। ফের দেহে যা একটু কিছু থাকে, ও সব নির্জীব অহংকার থাকে, নির্জীব ক্রোধ-মান-মায়া-লোভ থাকে, সজীব থাকবে না। ফের ক্রোধ আপনার হবে না, বডীর হয়ে যাবে। কিন্তু নির্জীব হয়ে যাবে। নির্জীব অর্থাৎ ড্রামেটিক, নাটকের মত থাকে। যেমন নাটকে বলে না, 'আমি রাজা' কিন্তু ভিতরে জানে যে, 'আমি ব্রাহ্মণ আর এখন এখানে নাটকে রাজা।'

নিরহংকারীর সংসার কে চালাবে ?

আমার অহংকার একেবারে সমাপ্ত হয়ে গেছে। সাইন্টিস্টরা জিজ্ঞাসা করে যে 'আপনার অহংকার সমাপ্ত হয়ে গেছে তো আপনি কাজ কি করে করতে পারেন ?' আমি বলেছি, 'ও আমার নির্জীব অহংকার।' যেমন এই

লট্টু দেখেছেন না ? তাকে এভাবে ছোড়ে, ফের ও ঘুরতে থাকে। ওটা কিভাবে ঘোরে ? ওটা নির্জীব, এমন আমার অহংকার ও নির্জীব অহংকার। আপনার সজীব অহংকার ও আছে আর নির্জীব অহংকার ও আছে। নির্জীব অহংকার থেকে কর্মফল মেলে আর সজীব অহংকার থেকে সামনের জন্মের জন্য কর্মবন্ধন হয়।

সজীব অহংকার থেকে সামনের জন্মের মন-বচন-কায়ার নতুন বেটারী চার্জ হয়ে যায় আর নির্জীব অহংকার থেকে মন-বচন-কায়ার পুরানো বেটারী ডিসচার্জ হয়। এভাবে আপনার চার্জ আর ডিসচার্জ দুটোই হয়ে যাচ্ছে। আমি আপনার চার্জ বন্ধ করে দেব, ফের ডিসচার্জ শুধু থাকবে। শুধু সংসার চালানোর জন্য যে অহংকার আবশ্যক, ততটাই ডিসচার্জ রূপে অহংকার থাকে। সেই চার্জ রূপ অহংকার হয় না।

আত্মা পেয়ে যায় ফের, গালা-গাল দেয়, যা কিছু করে, তো তাঁর স্পর্শ হয় না। আত্মা পেয়ে যাওয়ার পর ইগোইজম চলে যায়। আত্মা পেয়ে যাওয়ার পর যে ইগোইজম আছে, সে সংসারের কাজ করবে এমন থাকবে, নির্জীব ইগোইজম, ফের সজীব ইগোইজম থাকবে না।

অহংকারের মুক্তি করতে হবে। অহংকারের মুক্তি হয় তো মুক্তি হয়ে গেছে।

জ্ঞানীর ভাষায় বাঁচে-মরে কে ?

প্রশ্নকর্তা : আত্মা অমর, এর অর্থ কি ?

দাদাশ্রী : অমর অর্থাৎ সনাতন। যে জিনিস রীয়েল, সে সনাতন। সনাতন-ই অমর। সনাতন অর্থাৎ শাশ্বত, পারমানেন্ট ! আত্মা, সে পারমানেন্ট। আপনি এই পাঁচ ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করেন, ও সব রিলেটিভ। এ অবস্থা সব আর অবস্থা টেম্পোরেরী এড্‌জাস্টমেন্ট, বিনাশী।

প্রশ্নকর্তা : এই মরে কে ?

দাদাশ্রী : স্বয়ং মরেই না। এই ইগোইজম, সে মরে। কারণ সে 'আমি আছি, আমি আছি' বলে। যার অহংকার নেই, সে স্বয়ং-ই আছে, সে স্বয়ং হয়ে গেছে আর স্বয়ং কখনো মরেই না। ইগোইজম তার মৃত্যুর ফিয়ের (ভয়) আছে। ইগোইজম থেকেই ক্ষণে এলিভেট হয় আর ক্ষণে ডিপ্রেস হয়। ইগোইজম চলে যায়, ফের কখনো ডিপ্রেস হয় না।

ভগবান কি বলেন যে 'জগতে কেউ মরে না।' আর সব লোকেরা কান্না-কাটি করে। কেন ? লোকে বলে যে 'আমরা তো এমন দেখি না।' তো আমি বলি যে "আমার চোখ দিয়ে দ্যাখ, 'জ্ঞানীপুরুষ'-এর দৃষ্টিতে দ্যাখ।" আমি দেখে নিয়েছি যে এই জগতে কেউ মরেই না। তো লোকে কাঁদে যে 'আমার ভাই মরে গেছে, আমার ভাইপো মরে গেছে।' আরে, শুধু বিব্রত কেন হচ্ছ ? শুধু অবস্থার বিনাশ হয়, মূল জিনিস সনাতন। তুমি সনাতন হও তো তোমার কিছু হবে না আর তুমি অবস্থা রূপ হয়ে গেছ তো তোমার বিনাশ হয়।

কথাটা বোঝা দরকার। আমি বৈজ্ঞানিক কথা বলি, বৈজ্ঞানিক অর্থাৎ যে, 'আছে, সে আছেই' আর 'নেই, সে নেই' এমন বলি। যা 'নেই' তাকে আমি 'আছে' বলবো না। আপনি বলবেন যে 'এমন কিছু তো হবে'। তখন ও আমি বলবো যে 'ও নেই'। ফের আপনার যতই খারাপ লাগে তবুও আমি 'নেই' তাকে 'আছে' বলবো না। কারণ আমার দায়িত্ব আছে। আমি যে কথা বলি, আমি বাইশ বছর থেকে যা বলছি, তার থেকে একটা কথা জিজ্ঞাসা কর যে আমাদের আপনি এটা বলেছিলেন, তো এর ব্যাখ্যা দিন, তো আমি ব্যাখ্যা দিতে পারি। আমি প্রত্যেক জিনিসের ব্যাখ্যা দিতে তৈয়ার আছি। এই ওর্ল্ড ইট শেল্ফ পাঁজল হয়ে গেছে ! আমি নিজে দেখেছি যে কিভাবে পাঁজল হয়ে গেছে।

প্রশ্নকর্তা : ইংরেজি-তে সৌল (soul) বলে, সে ই আত্মা ?

দাদাশ্রী : ওরা সৌল বলে, কিন্তু বোঝে না যে সৌল কি জিনিস। আত্মা আলাদা বস্তু। আত্মা তো প্রকাশ। কিন্তু তাঁকে আত্মা এমন নাম দিয়েছে। আত্মা জিনিস। চার বেদ পড় তো ও তাতে আত্মা নেই। সব লোকেরা আত্মার খোঁজ করে। কিন্তু আত্মা স্থুল জিনিস নয়। সে সূক্ষ্ম

জিনিস নয়। সে সুক্ষ্মতর জিনিস ও নয়। আত্মা তো সুক্ষ্মতম জিনিস। পুস্তক তো স্থুল, শব্দ ও স্থুল। পুস্তকে তো স্থুল কথাই আছে। সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম্ কথা তো এতে হয় ই না। তো কোথায় আত্মার খোঁজ করবে ? গো টু 'জ্ঞানী', 'জ্ঞানীপুরুষ'এর কাছে যাও, সেখানে সব কিছু পাবে।

অহংকার, ধ্যানে নেই কিন্তু ক্রিয়া তে

প্রশ্নকর্তা : আমার দ্বারা ধ্যান ঠিক মত হয় না। ধ্যান কি ভাবে করতে হয় ? আমি শিখতে চাই।

দাদাশ্রী : ধ্যান আপনি করেন না অন্য কেউ করে ?

প্রশ্নকর্তা : আমি করি।

দাদাশ্রী : কখনো আপনার দ্বারা ধ্যান না ও হয় এমন হয় ?

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ, এমন হয়।

দাদাশ্রী : তার কারণ আছে। যতক্ষণ 'আপনি চন্দুভাই', সে পর্যন্ত কোন কার্য্য সঠিক প্রকারে হবে না। আপনি চন্দুভাই সেই কথা কত প্রতিশত সঠিক হবে ?

প্রশ্নকর্তা : শত প্রতিশত।

দাদাশ্রী : যতক্ষণ 'আমি চন্দুভাই' রং বিলীফ আছে, সে পর্যন্ত 'আমি এ করেছি, আমি ও করেছি, এমন অহংকার থাকে। যে কোন কার্য কর, তাতে কর্তাপনের অহংকার হবে আর কর্তাপনের অহংকার বাড়বে, তত ভগবান দূরে চলে যাবে। যদি আপনার পরমাত্মা পদ প্রাপ্ত করতে হয়, তো জ্ঞানীর কাছে জ্ঞান নিলে আপনার অহংকার শেষ হবে তখন আপনার কাজ হবে।

ধ্যান কেউ করতেই জানে না। যে ধ্যান করতে হয়, ও অহংকার থেকে। সেইজন্য তাকে সঠিক ধ্যান বলা হয় না। তাকে একাগ্রতা বলা হয়। যেখানে অহংকার নেই, সেখানে ধ্যান আছে। ধ্যান অহংকার থেকে হতে

পারে না। ধ্যান তো বোঝার মত জিনিস, ও করার জিনিস নয়। ধ্যান আর একাগ্রতাতে অনেক অন্তর। একাগ্রতার জন্য অহংকারের দরকার। ধ্যান তো অহংকার থেকে নির্লেপ। অহংকার বাড়ে বা কম হয় তো ও আপনার খেয়ালে থাকে কি না ?

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ।

দাদাশ্রী : অহংকার বাড়ে বা কম হয়, সেই খেয়ালে রাখে তার নাম 'ধ্যান' বলা হয়। আর্তধ্যান আর রৌদ্রধ্যানে ও অহংকার হয় না।

প্রশ্নকর্তা : ধর্মধ্যানে অহংকার থাকে কি না ?

দাদাশ্রী : ওতে অহংকার নেই। ধ্যানে অহংকার হয় না, ক্রিয়া তে অহংকার হয়।

প্রশ্নকর্তা : রৌদ্রধ্যান আর আর্তধ্যানে অহংকার নিমিত্ত তো হয় কি না ?

দাদাশ্রী : নিমিত্ত একলাই না, কিন্তু ক্রিয়া ও অহংকারের। ক্রিয়া এ ধ্যান নয়। কিন্তু ক্রিয়া থেকে যে পরিণাম উৎপন্ন হয়, ও ধ্যান। আর যে ধ্যান উৎপন্ন হয় তাতে অহংকার নেই। আর্তধ্যান হয়ে গেছে, তাতে 'আমি আর্তধ্যান করি' এমন যদি না হয় তো সেই ধ্যানে অহংকার হয় না। অহংকারের অন্য জায়গায় 'উপযোগ' হয় , তখন ধ্যান উৎপন্ন হয়।

প্রশ্নকর্তা : ধ্যানে অহংকার নেই, কর্তা নেই, তাহলে আবার কর্ম কি ভাবে বাঁধা হয় ?

দাদাশ্রী : আর্তধ্যান হওয়ার পর 'আমি আর্তধ্যান করেছি' এমন মানে সেখানে কর্তা হয়, আর তার বন্ধন হয়।

প্রশ্নকর্তা : আপনি বলেছিলেন যে ধ্যেয় স্থির করার পর স্বয়ং ধ্যাতা হয়ে যায়, তখন ধ্যান উৎপন্ন হয়। তাতে অহংকারের দরকার নেই ?

দাদাশ্রী : তাতে অহংকার হয় বা না ও হয়। নিরহংকার ধ্যাতা হয়

তো শুক্লধ্যান উৎপন্ন হয় । নয় তো ধর্মধ্যান বা আর্তধ্যান বা রৌদ্রধ্যান উৎপন্ন হয় ।

প্রশ্নকর্তা : অর্থাৎ ধ্যাতাপদ অহংকারী হয় বা নিরহংকারী হয়, কিন্তু তার পরিণাম স্বরূপ যে ধ্যান উৎপন্ন হয়, তাতে অহংকার নেই ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ ! আর শুক্লধ্যান যখন পরিণামে আসবে, তখন মোক্ষ হবে ।

প্রশ্নকর্তা : ধ্যেয় স্থির হয়, তাতে অহংকারের অংশ হয় কি ?

দাদাশ্রী : ধ্যেয় অহংকার ই নিশ্চিত করে । মোক্ষের ধ্যেয় আর ধ্যাতা নিরহংকারী হয় তখন শুক্লধ্যান হয় ।

প্রশ্নকর্তা : ধর্মধ্যানের ধ্যায় তে অহংকারের সূক্ষ্ম উপস্থিতি হয় কি ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, হয় । অহংকারের উপস্থিতি ছাড়া ধর্মধ্যান হতেই পারে না ।

প্রশ্নকর্তা : আর্তধ্যান, রৌদ্রধ্যান আর ধর্মধ্যান তাকে পুদ্গল পরিণতি বলতে পারি কি ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, তাকে পুদ্গল পরিণতি বলা হয় আর শুক্লধ্যান সে স্বাভাবিক পরিণতি ।

প্রশ্নকর্তা : অর্থাৎ শুক্লধ্যান সেটা আত্মার পরিণাম হয় কি ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ ।

প্রশ্নকর্তা : শুক্লধ্যান হয় তো তার থেকে যে কর্ম হবে সে ভাল হবে আর ধর্মধ্যানে থাকে তো তার থেকে একটু কম ভাল কর্ম হবে, সেটা ঠিক ?

দাদাশ্রী : শুক্লধ্যান হয় তো ক্রমিক মার্গে কর্ম হয় ই না । অক্রম মার্গে আছে সেইজন্য হয় । কিন্তু এতে নিজে কর্তা হয়ে হয় না, *নিকালী* (পরিত্যাগ) ভাব থেকে হয় । এ তো কর্ম শেষ না করে 'জ্ঞান' প্রাপ্ত হয়ে গেছে না !

রাগ-দ্বেষ শেষ করার জন্য ধ্যান করতে হয় না, শুধু বীতরাগ বিজ্ঞান কে জানতে হবে।

ইগোইজমের বিলয় কি ভাবে ?

আপনার টেম্পোরেরী রিলীফ চাই না পারমানেন্ট রিলীফ চাই ?

প্রশ্নকর্তা : পারমানেন্ট।

দাদাশ্রী : তো 'আমি চন্দুভাই' ও কত দিন চলবে ? তার বিশ্বাস কত সময় চলবে ? নামের কি ভরসা ? দেহের কি ভরসা ? আমি নিজে কে, তার অনুসন্ধান তো করতে হবে কি না ? এই জ্ঞান নিয়েছ তো ফের ব্যবসা তো এখন চলছে, তার থেকে ও ভাল চলবে। এখন তো ব্যবসায় খারাপ হয়, ও খারাপ কে করে ? বুদ্ধি ব্যবসা ভাল করে আর ইগোইজম তাকে ভাঙ্গে। কিন্তু ইগোইজম সবসময় লোকসান করে না।

প্রশ্নকর্তা : সব সময় এই অনুভব হয় যে ইগোইজম-ই লোকসান করে।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, এই জন্য আমি ইগোইজম বের করে দিই। ফের লোকসান করা জন চলে যায়। ফের সব উইকনেস ও চলে যায়। সব উইকনেস ইগোইজম, এইজন্য আছে। ইগোইজম চলে যায় তো উইকনেস চলে যায়। ফের 'চন্দুভাই কি, তুমি কি', তার ভেদ হয়ে যাবে।

প্রশ্নকর্তা : শেল্ফ রিয়েলাইজেশনের নিকট যেতে হয়, তো অহম্ নষ্ট হতে হবে কি না ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, 'আমি, আমার' এই সব নষ্ট হতে হবে। আমার এই সব নষ্ট হয়ে গেছে। এই 'প্যাটেল' কে কেউ গাল দেয়, তো 'আমি' কে টচ হয় না। কারণ 'আমি' 'প্যাটেল' নই। যে পর্যন্ত আমি মানি যে, 'আমি' 'প্যাটেল', সে পর্যন্ত ইগোইজম আছে।

প্রশ্নকর্তা : ইগোইজম চলে যাওয়া, ও তো খুব মুস্কিল ?

দাদাশ্রী : ইগোইজম বাড়ানো সে ও খুব মুস্কিল আর ইগোইজম নিঃশেষ করা ও খুব মুস্কিল। কোন গরীব মানুষ কে ইগোইজম বাড়াতে হয়, তো সে বাড়াতে পারে না।

ইগোইজম সমাপ্ত করার জন্য কি করতে হবে যে এমন কোন মানুষ হয় যার ইগোইজম সমাপ্ত হয়ে গেছে, তাঁর কাছে গেলে, ওখানে বসলে নিজের ও ইগোইজম সমাপ্ত হয়ে যায়। অন্য রাস্তাই নেই। ইগোইজম সমাপ্ত হওয়া মানুষ কদাচিৎ জগতে হয়, তখন নিজের কাজ করিয়ে নেবে।

-জয় সচ্চিদানন্দ

নয় কলম

১. হে দাদা ভগবান! আমাকে কোন দেহধারী জীবাত্মার অহং কে কিঞ্চিৎমাত্রও দুঃখ না দিই, দুঃখ না দেওয়াই অথবা দুঃখ দেওয়ার প্রতি অনুমোদন না করি, এমন পরম শক্তি দিন।

আমাকে কোন দেহধারী জীবাত্মার অহং কিঞ্চিৎমাত্রও দুঃখ না পায় এমন স্যাদবাদ বাণী, স্যাদবাদ ব্যবহার, আর স্যাদবাদ মনন করার পরম শক্তি দিন।

২. হে দাদা ভগবান! আমাকে কোন ধর্মের মান্যতাকে কিঞ্চিৎমাত্রও আঘাত না করি, আঘাত না করাই অথবা আঘাত করার প্রতি অনুমোদন না করি এমন পরম শক্তি দিন। আমাকে কোন ধর্মের মান্যতার প্রতি কিঞ্চিৎমাত্রও আঘাত না পৌঁছায় এমন স্যাদবাদ বাণী, স্যাদবাদ ব্যবহার, আর স্যাদবাদ মনন করার পরম শক্তি দিন।

৩. হে দাদা ভগবান! আমাকে কোন দেহধারী উপদেশক, সাধু-সাধ্বী বা আচার্যর অবর্ণবাদ, অপরাধ, অবিনয় না করার পরম শক্তি দিন।

৪. হে দাদা ভগবান! আমাকে কোন দেহধারী জীবাত্মার প্রতি কিঞ্চিৎমাত্রও অভাব, তিরস্কার কখনও না করার, না করানোর অথবা কর্তাকে অনুমোদন না করার পরম শক্তি দিন।

৫. হে দাদা ভগবান! আমাকে কোন দেহধারী জীবাত্মার সাথে কখনো কঠোর ভাষা, তন্তীলী ভাষা না বলার, না বলানোর বা বলার প্রতি অনুমোদন না করার পরম শক্তি দিন।

কেউ কঠোর ভাষা, তন্তীলী ভাষা বলে তো আমাকে মৃদু ঋজু ভাষা বলার শক্তি দিন।

৬. হে দাদা ভগবান! আমাকে কোন দেহধারী জীবাত্মার প্রতি স্ত্রী, পুরুষ অথবা নপুংসক, যে কোন লিঙ্গধারী হোক না কেন, তার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎমাত্রও বিষয়-বিকার সম্বন্ধী দোষ, ইচ্ছা, চেষ্টা বা বিচার সম্বন্ধী দোষ না করার, না করানোর অথবা কর্তাকে অনুমোদন না করার পরম শক্তি দিন। আমাকে নিরন্তর নির্বিকার থাকার পরম শক্তি দিন।

৭. হে দাদা ভগবান! আমাকে কোন প্রকার রসের প্রতি লুব্ধতা না হয় এমন শক্তি দিন।

সমরসী আহার নেবার পরম শক্তি দিন।

৮. হে দাদা ভগবান! আমাকে কোন দেহধারী জীবাত্মার, প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ, জীবন্ত অথবা মৃত কারোর প্রতি কিঞ্চিৎমাত্রও অবর্ণবাদ, অপরাধ, অবিনয় না করার, না করানোর অথবা কর্তাকে অনুমোদন না করার পরম শক্তি দিন।

৯. হে দাদা ভগবান! আমাকে জগৎ কল্যাণ করার নিমিত্ত হওয়ার পরম শক্তি দিন, শক্তি দিন, শক্তি দিন।

(এই সমস্ত তোমাকে দাদা ভগবানের কাছে চাইতে হবে। এ শুধুমাত্র প্রতিদিন যন্ত্রবত পড়ার জিনিস নয়, হৃদয়ে রাখার জিনিস। এটা প্রতিদিন উপযোগপূর্বক ভাবনা করার জিনিস। এইটুকু পাঠে সমস্ত শাস্ত্রের সার এসে যায়।)

* * *

দাদা ভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা প্রকাশিত বাংলা পুস্তকসমূহ

১. আত্ম-সাক্ষাৎকার
২. এডজাস্ট এভরিহোয়্যার
৩. সংঘাত পরিহার
৪. চিন্তা
৫. ক্রোধ
৬. আমি কে ?
৭. মৃত্যু
৮. ত্রিমন্ত্র
৯. দান
১০. প্রতিক্রমণ
১১. ভাবনা শুধরায় জন্ম-জন্মান্তর
১২. সেবা-পরোপকার
১৩. ভুগছে যে তার ভুল
১৪. মানব ধর্ম
১৫. যা হয়েছে তাই ন্যায়
১৬. দাদা ভগবান কে ?
১৭. জগত কর্তা কে ?
১৮. কর্মের সিদ্ধান্ত
১৯. আত্মবোধ
২০. অন্তঃকরণের স্বরূপ

দাদা ভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা প্রকাশিত ইংরেজি পুস্তকসমূহ

1. Self Realization
২. Tri Mantra
3. Noble Use of Money
4. Pratikraman (Full Version)
5. Truth and Untruth
6. Generation Gap
7. Science of Money
8. Non-Violence
9. Avoid Clashes
10. Warries
12. Who am I
14. Anger
15. Adjust Everywhere
16. Aptavani -1,2,4,5,6,8 and 9
17. Harmony in Marriage
18. The Practice of Huminity
19. Life Without Conflict
20. Death : Before, During and After
21. Spirituality in Speech
22. The Flowless Vision
23. Shri Simandhar Swami
24. The Science of Karma
25. Brahmacharya : Celibacy
26. Fault is of the Sufferer
28. Guru and Disciple
30. The essence of religion
31. Pratikraman

* দাদা ভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা গুজরাটি ভাষাতেও অনেক পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। এই পুস্তক ওয়েবসাইট www.dadabhagwan.org- তে উপলব্ধ আছে।

* দাদা ভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা "দাদাবাণী" পত্রিকা হিন্দি, গুজরাটি ও ইংরেজি ভাষায় প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়।

প্রাপ্তিস্থান : ত্রি-মন্দির সংকুল, সীমন্ধর সিটী, আহমেদাবাদ-কলোল হাইওয়ে,
পোস্ট : অড়ালজ, জিলা :গান্ধীনগর, গুজরাট-৩৮২৪২১
ফোন : (০৭৯) ৩৯৮৩০১০০
E-mail :`info@dadabhagwan.org

সম্পর্ক সূত্র
দাদা ভগবান পরিবার

অড়ালজ : ত্রিমন্দির, সীমন্ধর সীটি, আহমদাবাদ-কলোল হাইওয়ে,
পোস্ট : অড়ালজ, জি.-গান্ধীনগর, গুজরাট-৩৮২৪২১
ফোন : (০৭৯)৩৯৮৩০১০০, ৯৩২৮৬৬১১৬৬/৭৭
E-mail : info@dadabhagwan.org

মুম্বাই : ত্রিমন্দির, ঋষিবন, কাঁজুপাড়া, বোরিভলি (E)
ফোন :৯৩২৩৫২৮৯০১

দিল্লী	:	৯৮১০০৯৮৫৬৪	বেঙ্গলুরু	:	৯৫৯০৯৭৯০৯৯
কোলকাতা	:	৯৮৩০০৮০৮২০	হায়দ্রাবাদ	:	৯৮৮৫০৫৮৭৭১
চেন্নাই	:	৭২০০৭৪০০০০	পুনে	:	৭২১৮৪৭৩৪৬৮
জয়পুর	:	৮৮৯০৩৫৭৯৯০	জলন্ধর	:	৯৮১৪০৬৩০৪৩
ভোপাল	:	৬৩৫৪৬০২৩৯৯	চন্ডীগড়	:	৯৭৮০৭৩২২৩৭
ইন্দৌর	:	৬৩৫৪৬০২৪০০	কানপুর	:	৯৪৫২৫২৫৯৮১
রায়পুর	:	৯৩২৯৬৪৪৪৩৩	সাঙ্গলী	:	৯৪২৩৮৭০৭৯৮
পাটনা	:	৭৩৫২৭২৩১৩২	ভুবনেশ্বর	:	৮৭৬৩০৭৩১১১
অমরাবতী	:	৯৪২২৯১৫০৬৪	বারাণসী	:	৯৭৯৫২২৮৫৪১

U. S. A : **DBVI Tel.** +1 877-505-DADA (3232)
Email : info@us.dadabhagwan.org

U.K. : +44 330-111-DADA (3232)

Kenya : +254 722 722 063

UAE : +971 557316937

Dubai :` +971 5013644530

Australia : +61 421127947

New Zealand : + 64 21 0376434

Singapore : +65 81129229

Website : www.dadabhagwan.org

অন্তঃকরণের স্বরূপ

'জ্ঞানীপুরুষ' কে ওর্ল্ড-এর অজ্ঞারভেটরি বলা হয়। ব্রহ্মান্ডে যা কিছু চলছে, 'জ্ঞানীপুরুষ' সে সব জানেন। বেদের উপরের কথা 'জ্ঞানীপুরুষ' বলতে পারেন।

আপনি যে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করুন, আমার খারাপ লাগবে না। সমস্ত জগতের সাইন্টিস্ট যা চাইবে সেই জ্ঞান দেব, যে মাইন্ড (মন) কি, কোথা থেকে তাঁর জন্ম, কোথায় তাঁর মৃত্যু। সব মনের, বুদ্ধির, চিত্তের, অহংকারের, প্রত্যেক জিনিসের সব সাইন্স জগত কে আমি দেবার জন্য এসেছি।

-দাদাশ্রী

dadabhagwan.org

Printed in India

Price ₹20